চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 December, 2019 ■ আগরতলা, ১২ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

রাজ্যসভাতেও পাশ সিএবি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর ।। লোকসভার পর সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় পাশ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। বুধবার রাতে হওয়া ভোটাভুটিতে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১২৫। বিপক্ষে ১০৫। ফলে আর বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা অমুসলমান উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাঁধা রইল না। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে লোকসভায় প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৩১১। এদিন রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, দেশভাগের ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করা হয়েছে।

পক্ষে - ১২৫
বিপক্ষে -১০৫

এদিন রাতে নিজের জবাবি ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'কপিল সিব্বল, আনন্দ শর্মা যতই উদাহরণ দিক না কেন আমি ফের বলব ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ হয়েছিল। সেই ভুলকে সংশোধন করতেই এই বিল পেশ করা হয়েছে। দেশভাগ যে সমস্যার তৈরি করেছিল, তা সমাধানের লক্ষ্যে এই বিল পেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের ভাল রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।'

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংবিধান ও গণতন্ত্রের বিরোধী। এই বিল ভারতের আত্মাকে আঘাত করে। নৈতিকতার পরীক্ষাতেও ব্যর্থ। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর তীব্র বিরোধিতা করে বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনই মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা। বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ সিএবি-র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতীয় সংবিধানের উপর হামলা, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণ। এই বিল ভারতের আত্মাকে আঘাত করে। আমাদের সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। নৈতিকতার পরীক্ষাতেও ব্যর্থ।' সিএবি-র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা আরও বলেছেন, 'আমাদের ধর্ম অনুযায়ী, আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা করি। সুতরাং যদি সর্দার প্যাটেল মোজীজীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি ক্ষুব্ধ হবেন, গান্ধীজী অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবেন, প্যাটেলও ভীষণ ক্ষুব্ধ হবেন।

বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিলের নিন্দায় সরব হয়েছেন রাজ্যসভার বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।

এদিন গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, সিএবি দেশের স্বার্থ বিরোধী। আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষ এর বিরোধিতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা বন্‌ধে হত ১, আহত ৮

শূণ্যে গুলি, বিভিন্ন গ্রাম উপদ্রুত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় ত্রিপুরা বনধে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। আজ ফের একাধিক স্থানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বনধ সমর্থক ও আম জনতার মধ্যে সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। ১ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া, উত্তেজিত জনতাকে থামাতে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে গুলি ছুড়তে হয়েছে। একাধিক স্থানে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

এদিনের বনধের জেরে কমলপুর মহকুমাতেও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। কমলপুর মহকুমায় হালহালি বাজারে বনধ সমর্থকরা তিনটি দোকানে ভাংচুর করেছে। তাতে স্থানীয় জনগণ প্রচন্ড ক্ষোব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। নাকাশিপাড়ায় প্রচুর জনতা একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এমনকি তাঁদের মধ্যে মারমুখি হয়ে উঠারও প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ ও টিএসআর ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ নিতে শুরু হলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস এবং শূন্যে গুলি ছুঁড়েন। তাতে, উত্তেজিত জনতা ভয়ে পালিয়ে যান। কমলপুর মহকুমা শাসক সুশান্ত সরকার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। নাকাশিপাড়ায় উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে কাঁদানে গ্যাস ও শূন্যে ১২ রাউন্ড গুলি ছুঁড়তে হয়েছে।

আজ সকালে খোয়াই জেলার অধীন অম্পি চৌমুহনীতে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ফলে, পুলিশ লাঠিচার্জ করে। উত্তেজিত জনতা পুলিশের লাঠির ভয়ে পালিয়ে যান। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কয়েকটি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে মহকুমা প্রশাসন। তেলিয়ামুড়া এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

এদিন বন্‌ধের সমর্থনে পিকেটিংয়ে অংশ গ্রহণ করতে যাওয়ার সময় হাওয়াই বাড়িতে আমজনতার আক্রমণে গুরতর আহতন হন রাঙলপাড়ার বাসিন্দা মন্ত্রিলাল কাইপেং। গুরতর আহত অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, অমরপুর মহকুমা শাসক বিনয় সিনহা জানিয়েছেন, থালছড়া এলাকায় একটি বিয়ের গাড়িতে বন্‌ধ সমর্থকরা আক্রমণ করেন। তাতে ওই গাড়িতে থাকা ২ জন গুরতর আহত হন। তাদের অমরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, কাঞ্চনপুর মহকুমায় কাশিরামপুর এলাকায় এক বনরক্ষী বন্‌ধ সমর্থকদের আক্রমণে গুরতর আহত হয়েছেন। ১৪৪ ধারা জারি সত্বেও বন্‌ধ সমর্থকদের ঘোড়াফেরা করতে দেখে বনরক্ষী মৃণাল কান্তি রিয়াং তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করেন। তাতে তারা উত্তেজিত হয়ে ওই বনরক্ষীকে আক্রমণ করেন। তার মাথায় গুরতর আঘাত লেগেছে। তাকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে খোয়াই বাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএবি বিরোধীতায় আগরতলায় কংগ্রেসের মিছিল পুলিশের লাঠি

আজ ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বন্‌ধ ডাকলো যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বিনা অনুমতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় প্রদেশ যুব কংগ্রেস আগামীকাল ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধ ডেকেছে। সদর এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, কংগ্রেসের মিছিল থেকে পুলিশের দিকে মশাল ছুড়ে মারা হয়েছিল। তাতে সাব ইন্সপেক্টর আশুতোষ শর্মা আহত হয়েছেন। কংগ্রেসের দাবি, বিনা কারণে পুলিশ দলীয় কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। তাতে, ৪ জন আহত হয়েছেন।

আজ বিকেল চারটায় আগরতলায় পোস্ট অফিস চৌমুহনীস্থিত প্রদেশ কংগ্রেস মুখ্য কার্যালয় থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু মিছিলে পুলিশের বিরুদ্ধে বিনা কারণে লাঠিচার্জের অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কনভেনর পীযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, শান্তিপ্রিয় মিছিলে পুলিশের বর্বরতার শিকার হয়েছি আমরা। দলের তরুণ তুর্কি নেতা বাপটু চক্রবর্তীর মাথায় পুলিশের লাঠির আঘাত লেগেছে। এছাড়াও আরো তিনজন আহত হয়েছেন।

তাঁর পায়েও পুলিশের লাঠির আঘাত লেগেছে বলে তিনি দাবি করেছেন। পীযূষবাবু বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে প্রদেশ যুব কংগ্রেস আগামীকাল ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধ ডেকেছে।

এদিনের ঘটনা নিয়ে সদরের এসডিপিও ধ্রুব নাথ বলেন, আজ মিছিলের কোন অনুমতি নেয়নি প্রদেশ কংগ্রেস। বিনা অনুমতিতে মিছিল থেকে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে মশাল আগুনের ছুড়ে মেরেছে। তাতে সাব ইন্সপেক্টর আশুতোষ শর্মার হাত পুড়ে গেছে। উত্তেজিত কংগ্রেস কর্মীদের মিছিলকে ছত্রখান করতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এদিকে, মিছিলের খবর সংগ্রহে গিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে পরে দুই জন সাংবাদিক আহত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এদিনের ঘটনায় আগরতলা শহরে বিকেলের পর থেকে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। পুলিশের দাবি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। শহর জুড়ে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তুইসাবাড়িতে গুলিবিদ্ধ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হলেন এক যুবক। তার পেটে গুলি লেগেছে। তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমার তুইসাবাড়ি এলাকায় আকাশ দেবনাথ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি দুষ্কি থেকে তুইসাবাড়ি এলাকায় নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। তার পেটে গুলি লেগেছে। গুরতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্‌ধ ঃ পেট্রোপণ্য সংকটের সম্ভাবনা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরও প্রবণতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় বনধের জেরে ত্রিপুরায় পেট্রল সংকট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ, জাতীয় সড়ক ক্রমাগত বনধের জন্য পেট্রোলবাহী ট্যাঙ্কার আসতে পারছে না। এমনকি বহিঃরাজ্য থেকে বিভিন্ন সবজি আসছে না। ফলে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা খাদ্য দপ্তরের অধিকারিকরাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক আশীষ কুমার দত্ত জানিয়েছেন, অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে প্যাট্রোল ট্যাংকারবাহী প্রচুর ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, শিলচর থেকে এলপিজি বুলেট নিয়ে কোন গাড়ি আসতে পারছে না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় পেট্রল, ডিজেল এবং এলপিজি পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে। তাই চিন্তার কোন কারণ নেই।

তিনি জানান, উত্তর ত্রিপুরা ও ধলাই জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলা শাসকদের চিঠি দিয়ে এ-বিষয়ে জানানো হয়েছে। পেট্রল ট্যাংকারবাহী ট্রাক এসকর্ট করে সংশ্লিষ্ট পেট্রল পাম্পে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। তাছাড়া, ডিআইজি উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলকেও এ-বিষয়ে অবগত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বনধের কারণে খোয়াই জেলার সিঙ্গিছড়ায় ১০টি এলপিজি বুলেটবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওই গাড়িগুলিও বিশালগড় বটলিং প্লান্টে নিয়ে যাওয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ফের বাতিল ট্রেন ও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। লাগাতর বন্‌ধের জেরে আগামীকালও বাতিল হয়েছে ট্রেন ও পরীক্ষা। এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্বাদশের টেস্ট পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিকে, দুরপাল্লার ট্রেন সহ সমস্ত লোকার ট্রেন বাতিল করেছে পুর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। ফলে, রেল যোগাযোগ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা গোটা ভারতের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টার পর বন্‌ধ সমা প্ত হলে শুক্রবার থেকেরেল পরিষেবা স্বাভাবিক হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

বন্‌ধ ঃ রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুললো বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। বনধ নিয়ে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বামফ্রন্ট কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে জনজাতি গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংগঠন টানা তিনদিন ধরে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে জনগণের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বন্ধ থাকায় ছাত্র, শিক্ষক কর্মচারীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দোকানপাট ভাঙচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে সাধারণ জনগণের মনে ভিতির সঞ্চার হয়েছে। যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় এবং ৪৮ ঘন্টাব্যাপী ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় জনগণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। রাজ্য সরকার এবিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কৌশল নিয়েছেন বলে দাবি করেন বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক বিজন ধর। বুধবার সন্ধ্যায় মেলারমাঠস্থিত দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিজেপি সরকার দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে বিভাজন সৃষ্টি করে রাজনৈতিক লাভালাভের কৌশল নেবার চেষ্টা করেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলিয়ে দেবেন

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অনির্দিষ্টকালীন বন্‌ধ প্রত্যাহার করল সংযুক্ত মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের হস্তক্ষেপে অনির্দিষ্টকালের বনধ প্রত্যাহার করল জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল (জেএমএসিএবি)। আজ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে জেএমএসিএবি-র সদস্যদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং সংযুক্ত কমিটির কনভেনর এন্থনি দেববর্মা অনির্দিষ্টকালের রাজ্য বনধ

প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে তিনদিন ধরে সংযুক্ত কমিটি ধর্মঘট করছে। তাতে, রাজ্য জনজীবনে প্রভাব পড়েছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যে ক্ষতি হোক এমন কোন আন্দোলন করা উচিত নয়। তাই, আজ তাঁদেরকে আলোচনার জন্য ডেকেছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেএমএসিএবি-র সদস্যদের বনধ প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছি। তার বদলে তাদের আওয়াজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তিনি বলেন, জেএমএসিএবি-র সদস্যরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে তাঁদের বক্তব্য রাখতে চাইছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৪৯ ▫ ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৫ অগ্রহায়ণ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উপজাতি রাজনীতির নয়া গতি

সিএবি'র বিরুদ্ধে ধর্মঘটে গোটা রাজ্য অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিবার ঘটনায় রাজ্য সরকার দায় এড়াইতে পারেন না। বনধের ডাক যাহারা উপেক্ষা করিয়াছেন তাহারা সরকারী ডাকেই সাড়া দিয়াছেন। রাজ্য সরকার বন্ধ ব্যর্থ করিয়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আবেদন জানাইয়াছেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বনধের দিন খোলা দোকান গুলির উপর ঝাপাইয়া পড়ে বন্ধ সমর্থকরা। বহু দোকানের বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। বনধের দিন স্কুল খোলা রাখিয়া খোয়াইয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বন্ধ সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত ও রক্তাক্ত হন। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, বনধের দিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখিতে রাজ্য সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। বনধের প্রথম দিন এডিসি এলাকায় বনধ ডাকিয়াছিল বিজেপি জোট শরিক দল আইপিএফটি। এই দলটি বনধের দিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চরম উশৃঙ্খলতার নজীর রাখিয়াছেন। অথচ এই দলই রাজ্য সরকারে আছে। এই দলের মন্ত্রিরা বিজেপির সঙ্গে সংসার করিতেছেন। অথচ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যে রক্তগঙ্গা বহাইয়া দিতেছে। বনধের নামে নগ্ন উশৃঙ্খলতা চালাইয়া যাইতেছে। বিজেপিও তাহা নীরবে হজম করিতেছে। শুধু তাই নহে, রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে ক্ষমতাসীন আইপিএফটি দলের হাতে সবচাইতে বেশী মার খাইতেছে ক্ষমতাসীন বড় শরিক বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। আগামী এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে উপজাতি ভিত্তিক দলগুলি এখনই জোর তৎপরতা শুরু করিয়া দিয়াছে। সিএবি'র প্রতিবাদে আন্দোলনের লক্ষ্যে রাতারাতি কয়েকটি উপজাতি ভিত্তিক দল একটি সংযুক্ত ফোরাম করিয়াছেন। এই ফোরামের মূল প্রাণ পুরুষ প্রদ্যুত কুমার দেববর্মণ। তাঁহার রাজনৈতিক লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। এডিসি নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে এখনই তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে। সিপিএম দলও এখন এডিসি এলাকায় জনসংযোগ জোর দিয়াছে। পাহাড়ে বা এডিসি এলাকায় বিজেপির তেমন সংগঠন না থাকায় উপজাতি ভিত্তিক দলগুলি সেখানে কামড় খাইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন এডিসিতে ভবিষ্যত রাজনীতির ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। আর এজন্যই হয়তো নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন বনধ করিয়া শক্তি সংহত করিতেছে। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হয়ত অনেক বেশী গুরুত্ব পাইবে আগামীদিনে।

এডিসির ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে। কেন্দ্রের অনুরোধে রাজ্য মন্ত্রিসভা এডিসিকে টেরিটরিয়াল কাউন্সিলে উন্নীত করার প্রস্তাব অনুমোদন করিবে। সুতরাং এডিসি সহসাই টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলে উন্নীত হইবে। তখন এডিসি পৃথক রাজ্য না হইলেও স্বাধীন সত্বা ভোগ করিবে। রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষি থাকিতে হইবেন। কেন্দ্র হইতে সরাসরি বরাদ্দ আসিবে। রাজন্য শাসন হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণের মুহূর্তে এই ত্রিপুরা রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ছিল। এই কাউন্সিল গোটা রাজ্য চালাইয়াছে। ইহার অনেক পরে রাজ্যে কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে বিধানসভা হইয়াছিল। সুতরাং টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল হইলে এডিসির ক্ষমতা বাড়িবে। বরাদ্দও আসিবে কেন্দ্র হইতে। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের মুখ্য যিনি তিনি তো একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মতো ক্ষমতাশালী ভাবিতে পারেন। উপজাতি নেতারা ভাল করিয়া জানেন যে, পৃথক রাজ্যের দাবি বা স্বপ্ন কোনও দিন সফল হইবার নহে। দীর্ঘকাল উপজাতি উগ্রপন্থীরা রাজ্যে মানুষ খুন, অশান্তি হামলা হুজ্জুতি, গৃহদাহ চালাইয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। আজ ত্রিপুরা এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আছে। কেন্দ্রীয় সরকার সিএবি ছাড় দিয়াছেন এডিসি এলাকায়। তবু, বিশেষ করিয়া উপজাতি দলগুলি সবচাইতে বেশী সোচ্চার সিএবি'র বিরুদ্ধে। আগামী দিনে এডিসির রাজনীতি নতুন খাতে বহিবে। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের মর্যাদা পাইয়া গেলে রাজনীতির এক বিরাট ক্ষেত্র হইবে এডিসি। ক্ষমতা যেখানে রাজনীতি সেখানে। টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রস্তাব নিয়াছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। কেন্দ্র এই প্রস্তাব যে সাদরে গ্রহণ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ কেন্দ্রের অনুরোধেই রাজ্য মন্ত্রিসভা এডিসিতে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রস্তাব পাঠাইয়াছে। এডিসিতে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যেন মেঘ না চাইতেই জলের মতো। রাজ্য সরকারের প্রস্তাবের বিরোধীতাও করে নাই কোনও রাজনৈতিক দল।

রাজ্যের ক্ষমতায় বসিতে হইলে উপজাতি দলগুলি কোনও জাতীয় দলের সঙ্গে জোট করিতে হইবে। কিন্তু এডিসিতে সেই জোটের বাধ্যবাধকতা নাই। উপজাতি ভিত্তিক দলগুলি জোট করিতে পারে। এডিসিকে সামনে রাখিয়াই এই মুহূর্তে উপজাতিভিত্তিক দলগুলি তাহাদের রণকৌশল ঠিক করিবে। আইপিএফটি তো বড় শরিক বিজেপির বিরুদ্ধে সংঘাত জারী রাখিয়াছে। সরকারে থাকিয়া বড় শরিকের সঙ্গে সহাবস্থান ও সংঘাতের ঘটনা নজীরবিহীন। গত লোকসভা নির্বাচনেও আইপিএফটি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। এডিসি নির্বাচনেও দুই দলের সমঝোতা বা জোট হইবে বলিয়া মনে হয় না। এডিসিতে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বলবৎ হইবার পর রাজ্যে উপজাতি রাজনীতিকে নতুন গতি আসিতে পারে। লোকসভার পর সিএবি বিল রাজ্যসভায়ও পাশ হইয়াছে। কিন্তু এই বিলের বিরোধীতায় রাজ্যে বনধকে কেন্দ্র করিয়া যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি কায়েম হইয়াছে, যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ দেখা দিয়াছে সেখানে জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতির ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা হইবে সবচাইতে বড় দূর্ভাগ্যের। এই সংকট কাটাইয়া উঠিতে জোর প্রয়াস নিতে হইবে।

হুগলিতে দিনে দুপুরে বাড়িতে বৃদ্ধার গলার হার ছিনতাই

হুগলি,১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : হুগলির উত্তরপাড়ায় দিনে দুপুরে বাড়ি থেকে বৃদ্ধার গলার হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। ওই বাড়ির পরিচারিকার সাহায্যে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক বৃদ্ধার গলার হার ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় আটক অভিযুক্ত পরিচারিকা।পলাতক অভিযুক্ত যুবক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ।হুগলীর উত্তরপাড়ার কো অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সন্নিকটে ১১ নম্বর অনাথ বন্ধু চক্রবর্তী লেনে কল্পনা ঘোষ ও স্বামী অমরনাথ ঘোষ একাই থাকতেন। সম্প্রতি এক পরিচারিকাকে নিয়োগ করেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। এরপর গতকাল যখন বাড়ির গৃহকর্তা বাড়ির বাইরে যান,তখন বাড়িতে আসেন পরিচারিকা রীতা রায়,এরপর ওই পরিচারিকা বাড়ীর প্রধান দরজা দিয়ে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকের সাহায্যে ওই বৃদ্ধাকে পিছন দিক থেকে আচমকা টেনে ধরে সোনার হার ছিনতাই করে এরপর ওই বৃদ্ধাকে বাথরুমে আটকে দেয়।এই ঘটনায় ওই বৃদ্ধা সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকলে এলাকারই এক প্রতিবেশী দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে দেখেন ওই পরিচারিকা পালিয়ে যাচ্ছে,এরপর ওই অভিযুক্ত মহিলাকে ধরে ফেলেন ও উত্তরপাড়া থানায় জানানো হয়।ইতিমধ্যে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ওই পরিচারিকাকে আটক করেছে,ও এলাকার সি সি টিভির সূত্র ধরে ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের লোকের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। এই গোটা ঘটনায় বৃদ্ধা মারাত্মক ভাবে আহত হন। আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা চান পুলিশ এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিক ও রাতে ওই এলাকায় টহল বারাক যাতে প্রকাশ্যে মদ্যপান বন্ধ হয়

পশুপ্রেমীদের জন্য দুঃসংবাদ! দার্জিলিঙে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দু'টি হাতিব

শিলিগুড়ি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য ফের দুঃসংবাদঊ দার্জিলিং জেলার বাতাসির কাছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'টি হাতিরঊ বুধবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বাতাসি এলাকার শিমুলতলার দুধ রেলগেটের কাছে রেললাইনের ধারে দু'টি হাতির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও বন বিভাগেঊ ওই হাতি দু'টির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন বন বিভাগের কর্মীরা।

নৃশংসতা ও মর্মান্তিক দন্ডনীতি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

রোমান ক্যাথলিক আবহাওয়া শরীরে, চৈতন্যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে বড় হয়েছি। পাপকে ঘৃণা করো। পাপীকে নয়। ঘৃণ্য করিওনি তাই। জীবন, ক্ষমা করে গিয়েচে প্রচুর ক্ষতিকর যা — সব। ফলে লাভ হয়নি কোনও। জাগরণ, হেমবর্ণ নয়, ক্রমশ আলকাতরার ফোঁচ পাড়ে গিয়েছে। কেউই সংশোইধত হয়নি। উলটোপথে, ভিতু কিংবা নরম মাটি ভেবেছে। বারবার, বারবার স্রেফ মেয়েমানুষ ভেবেছে। নোংরা ছুড়েছে যখন তখন। প্রথম চোয়াল শক্ত হল, সুরূপা নামের মোধাবিনীকে যখন মারখিউরিক ক্লোরাইড খাইয়ে খুন করা হল। যখন, কুনিরা দিব্যি বেঁচেবর্তে রইল, স্ফূর্তিতে। তারপর সে ট্র্যাডিশন সমানে চলল। দেবযানী বণিককে মেরে আলমারির মধ্যে পুরে রাখা হল। দিল্লিতে বধূহত্যা করে তন্দুরে ঢুকিয়ে দেয়া হল।

প্রতিবার, প্রতিবার আমার মনে হত, শাস্তি হবে হয়ত। তারপর দেখলাম তাদের মুক্তিও দেয়া হয়। তখন, গায়ের মনের সব দাগ মুছে নিরুপদ্রব জীবন কাটানো। আবার বিয়ে। আবার মৃদু কিংবা তীব্রতার, সঙ্গে ব উ পেটানো। পুরুষ সোনার আংটি। বাকা হোক, কলঙ্ক ধরে না। পুরাণে মহাকাব্যেরও যথেষ্ট শিল্প ও ধর্মওসম্মতভাবে দেখানো হয়েছে, এক নারী বহু স্বামীর ভোগ্যা। সতীত্বের পরীক্ষা দিতে আগুনে প্রবেশ। খনার জিভ কর্তন।

বধূহত্যার হার যেমন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে, একই সঙ্গে নারীমাংসের চাহিদাও প্রচুর বেড়েছে বাজারে। মেয়েরা খাদ্য। চেটেপুটে, ধর্ষণ বেড়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে। শুধু নিগ্রহ, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ। এসবেই থেমে থাকতে চায়নি পিতৃতন্ত্রের খিদে। আমরা ভুক্তাবশেষ পেলে রাখি। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাইণ লোপ করা জন্য, নারী শরীর খাদ্য হয়, যখন তখন যেনতেন প্রকারে মেরে ফেলে তার চরণচিহ্নটুকুও মুছে ফেলা, এটা ধর্ষণকারীদের খুব ইন থিং। এখন মাংসের দোকানের জন্য লেখা কবিতায় লিখেছিলাম।

মেধা বাঁধা রেখে আমি আঁধারের ওঠাপড়া দেখি। পৃথিবী অনন্ত মাংসশলা, নারীমাংস আহা। শেয়ালকুকুর যত তেড়ে আসে, অঙ্গগুলি গন্ধ বিলোয়। আমি খাদ্য। আমিই খাদক বানিয়েছি। কিন্তু এই কবিতাকে যদি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন বলে ধরি, এর লক্ষ্য। তো সেই মেয়েরাই। পুরুষের ভূষণ লজজা পাওয়া নয়। বদলানোও নয়।

দেখেছি--- অসম্ভব দুঃখে অপমানে— দেখেছি, মেয়েরা, পুরুষের শ াস্তিবিধানে ব্যাপৃত না হয়ে নিজেরা ডানা ছাটতে বসেছে নিজেদের। পুরুষের তো সাত খুন মাফ। সাল ২০১৯। এখনও বাড়িগুলিতে কান ছপাতলে শুনতে পাই। নোংরা ছুড়েছে যখন তখন। প্রথম চোয়াল শক্ত হল, সুরূপা নামের মোধাবিনীকে যখন মারখিউরিক ক্লোরাইড খাইয়ে খুন করা হল। যখন, কুনিরা দিব্যি বেঁচেবর্তে রইল, স্ফূর্তিতে। তারপর সে ট্র্যাডিশন সমানে চলল। দেবযানী বণিককে মেরে আলমারির মধ্যে পুরে রাখা হল। দিল্লিতে বধূহত্যা করে তন্দুরে ঢুকিয়ে দেয়াহল। কী দরকার রাতবিরেতে একাএকা বাড়ি ফেরার। ২) মেয়েদের এত সাহস কিসের। হুটহাট করে বেড়াতে যাচ্ছে। হোটেলে থাকছে। বেরোলে অবশ্যই পুরুষ গার্জেন সঙ্গে নেবে। ছি ছি। এমন সব জামাকাপড় পরেছে, ছেলেরা তো লোভ দেবেই।

তাই লোভ দেয় পুরুষ। খুবলে খুবলে খায় নারীর শরীর। এব্যাপারে কোনও শ্রেণীবৈষম্য নেই। আদিবাসী, গ্রামের তরুণীটি থেকে শুরু করে একজন ডাক্তার মহিলা --- পুরুষের আহার্য সকলে।

যখন, ধর্ষণ হয়, ধর্ষণজনিত খুন হয়, পাল্টা শাস্তি হিসাবে মেরে ফেলার রায় ঘোষণা হলে হইচই পড়ে যায় সমাজে। সে কি কথা। আধুনিক মানুষ সহ মানুষের প্রাণদন্ডের বিধানে সম্মতি দেবে। এত নৃশংসতা। তখন আমরা ভাবি নাষ একটি মেয়েকে গণধর্ষণ করে পৈশাচিকভাবে মেরে ফেলা বা পুড়িয়ে মারার নৃশংসতা, স্কেল মেপে কথখানি লঘু। হায়দরাবাদে ডাক্তার তরুণী ফিরছিলেন একা, টু হুইলার চালিয়ে। গাড়ি খারাপ হয়. গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। উহু। কথা এখানেই থেমে নেই। সেই মহিলাকে পুড়িয়ে মেরে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল ওরা। হয়ত পোড়া নারীর শরীর গন্ধ অন্যরকম। বেশি উত্তেজক গন্ধ নাকে এসে আরও ধর্ষণের তাগাদা দেবে। কী করা হবে আততায়ীরা ধরা পড়ার পর? ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট? না কি, সাধারণ সাজা?কয়েক বছর জেলের ঘানি টেনে আবার মুখ মুছে সমাজের কালো স্রোতে ফিরে আসা। আবার ধর্ষণ ও পরবর্তী ধর্ষণের জন্য ওত পেতে থাকা।

জনগণ নরাধম ভূষণ পরিয়েছেন এই আসমিদের। ওরা ধরা পড়েছে।তারপর শুক্রবার ভোর রাতে পুলিশি প্রহরাতেই পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর কালে পুলিশ নাকি বাধ্য হয়ে মেরে ফেলে এদের। অর্থাৎ, সোজাসাপটা এনকাউন্টার।

তর্ক বিতর্কের ঢেউ উঠে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ফাঁসির সাজা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তার উপর, পুলিশ ইচ্ছা করেই মেরে ফলল। এসব কথা ওঠার পাশাপাশি জনগণের উল্লাসও কিন্তু দৃথিষ্টগোচর হয়। তেলেঙ্গানায় নারী পুরুষনির্বিশেষেনাকি স্বস্তুতঃ স্ফূতভাবে বলেছেন, পুলিশের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হোক। প্রসঙ্গত জানাই, এলেখা যখন লিখতে শুরু করি, আমি তখন কলকাতার বাইরে আছি। ট্রেন ধরে ফিরতে ফিরতে রাত হবে অনেক। এখানে সবাই খুব উদিবগ্ন, প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই আমার বেশি রাতে হাওড়া স্টেশন— থেকে বাড়ি ফেরার নিরাপত্তা নিয়ে। আমার কন্যা কর্মোপলক্ষে এই দুদিন আগেই মুম্বাই থেকে পুনে ফিরছিল সন্ধের ঝোঁকে। একা। উবার ভাড়া করে। অন্তত চারজনকে ও তার ট্র্যাক ডিটেলস পাঠায়, যাতে ওর এই ট্রিপ আমরাও অনুসরণ করতে পারি। গাড়িতে বসে ফোনে কথা বলছিল আমার সঙ্গে, আর অতঙ্ক ঝরে পড়ছিল ওর গলা থেকে। ভারতীয় গণতন্ত্র, ভারতীয় সংবিধানকে পুরো সম্মান জানিয়ে, জনগণ নয়, স্রেফ একজন মেয়ে হিসেবে আমার বিনত নিবেদন,এই যে হিংস্র, বিকৃত রুচির মানুষে ছেয়ে গিয়েছে দেশ, হ্যাঁ আমি এও জানি এই যৌন অসুস্থতা মেয়ে, দেখলেই সম্ভোগ, প্রবণতা, অনেক আর্থ সামাজিক দীনতা ও লিঙ্গবৈষম্য তৈরি করা যাপন প্রকরণের ফল, কিন্তু সমাজ ও পারিবারিক কাঠামো এত সহজে বদলাবে না, বরং এক দুবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা হয় যদি, মেয়েদের অঙ্গ ছিঁড়ে নেয়ার সময়, একেবারের জন্যও কি ভয় পাবে না, থমকে যাবে না কেউ?

(প্রতিদিন)

রাজনীতি চিরকাল একই ছন্দে হাঁটে না

জয়ন্ত ঘোষাল

রাজনীতি চিরকাল একই ছন্দে হাঁটে না। ভারতের মতো এহেন এক বিশাল দেশে আমজনতাকে চিরকালের জন্য খুশি রাখা তো এক দুঃসাধ্য কাজ। আর যদি রাষ্ট্রনায়ক সম্পর্কে মানুষের গগনচুম্বী প্রত্যাশা থাকে,সে প্রত্যাশা দিয়েই যদি তার যাত্রা শুরু হয়, তবে তো সোনায় সোহাগা। মোহভঙ্গের প্রক্রিয়াও ততাধিক দ্রুত হয়। যা উর্ধ্বমুখী হয়,, তার অধোগতিও প্রকৃতির সূত্র। ঠিখ যেমন যে কোনও সাম্রাজ্য ও সভ্যতার ইতিহাস। ৭১ সালের ইন্দিরা গান্ধী মা দুর্গা, আর ৭৫ সালে জরুরি অবস্থা। সিফিএমের দেওয়াল লিখনে তিনি ডাইনি। এসবকথা অতীতেও বহুবাহ সাংবাদিক লিখেছেন। তবু অতিকথনের এই প্রৌঢ়ত্বে এসে এক অনুজপ্রতিম সাংবাদিকদের কথা খুব মনে পড়ছে।

অর্থনীতির ছাত্র সে। মর্জিনাল ইউটিলিটি ব্যাপারটা ঠিক কি, সেটা আমাকে খুব ভাল বুঝিয়েছিল ও। বলেছিল, একহাঁড়ি রসগোল্লা দারুণ লাগে খেতে। তারপরে আরেকটা দিলেও মন্দ নয়। তারপরে আরও একটা? না না। আর ভাল লাগছে না। এবার দিতে চাইলে রসগোল্লায় বীতরাগ। একেই বলে মার্জিনাল ইউটিলিটি। নরেন্দ্র মোদি যখন ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এলেন, তখন ছিল যদা যদা হি দর্মস্য। গোত্রের আবহ। মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ এর দশ বছরের নীতিপঙ্গুতা, দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধির ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায় যেন এক সুপারম্যান আবির্ভত। এমনটাই হয়। এভাবেই পালাবদলের পালা বারবার রচিত হয়।

এরূপর ২০১৯। অনেকের মনে হয়েছিল মোদির বিদায় আসন্ন। ৮৭ সাল থেকে দিল্লিতে একটানা আছি। কংগ্রেসের পাশাপাশি বিজেপি কভার করেছি তখন থেকে। ২০১৪ সালে রাহুল গান্ধী এবং মোদি দুজনেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন যে সংবাদপত্রেকাজ করতাম, সেখানে দুটি সাক্ষাতকারই প্রকাশিত হয়। রাহুলের সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়ে যাই। এমনকি উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের সময় রাহুল আর অখিলেশ যাদবের রোড শো তে আসা মানুষ দেখে বিস্মিত হই। অখিলেশ আর রাহুলের জুটিও ছিল অসাধারণ। কিন্তু ২০১৯ এর নির্বাচন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, বিশেষ পুলওয়ামায় আক্রমণের পরই নিশ্চিন্ত হই, মোদি আবার আসছেন। ততদিনে রাহুল গান্ধীত্রিনিজেকে বিরোধী নেতা তো দূরের কথা, ক্রমশ আরও অকিঞ্চিতকর করে তুলেছেন। অনেকে ভেবেছিলেন, হয়ত রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হেবন। কিন্তু দিল্লিতে আমার মত বহু সাংবাদিকদের মনে হয়েছিল, রাহুল পারবেন না। হি মিস্ড দ্য বাস।

লোকসভা জেতার পর বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত। এবার কিন্তু সে রসগোল্লার গল্প মনে পড়ছে। মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের বিপর্যয়ের পর প্রথম মনে হচ্ছে এবার একটা ধাক্কা অনুভব করছে মোদি ২.০। পাঁচ বছরে যা হওয়ার কথা ছিল এখন ছয়বছরের মাথায় সেই অ্যান্টি ইনকামবেন্সি দেখা যাচ্ছে। ইউপিএ জমানাতেও ছ-সাতবছর পরেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার ঝড় উঠে। দেশের অর্থনীতি যে ভয়াবহ এ কথা তো আজ একটা বচাচা ছেলেও বলে দেবে। তার জন্য অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ২০১৯ সালে লোকসভা ভোটের সময়ও এই আর্থিক সংকট ছিল। দুনিয়া জুড়ে এক ভয়াবহ আর্থিক সংকটের ছায়া ঘনাচ্চে। ভারতে বিদেশি বিনিয়োগচিত্র সুখকর নয়। রফতানির হার ভাল নয়। বৃদ্ধির হার খারাপ। তবু মোদি বিপুল ভোটে জিতলেন। মোদির হাতে কোনও জাদুদন্ড নেই এবংতিনিই পারতেন শক্ত হাতে--- এই সমস্যার মোকাবিলা করতে — এমনটাই দেশের অধিকাংশ মানুষ মনে করছেন। কারণ এদেশে ২০১৯সালে রাহুল গান্ধীকে মানুষ মোদির বিকল্প বলে মনে করেনি। বিরোধী শিবিরেও ঐক্যবদ্ধ রূপ নিতে পারেনি।

এসবই পুরনো কথা। কিন্তু আজ যখন দেশে পিয়াজের আকাল এবং অস্বাভাবিক অগ্নিমূল্য, তখন পিঁয়াজের এই সংকট কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম কেন তাহলেবাড়ছে তার নেপথ্যে বেশ কিছু বন্টনগগত সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। পিয়াজের এই সংকট এতটাই তীব্র যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে শীর্ষ পর্যায়ে জরুরি বৈঠক ডাকতে হয়েছে। পিয়াজের দাম নিয়ে রাজনৈতিক গোলমাল কিন্তু আজ হঠাৎ হচ্ছে, এমন নয়। প্রণব মুখোপাধ্যায় যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন পিয়াজের দাম বাড়ার জন্য বাজেটের সময় সংসদকক্ষে ওর টেবিলের ওফর পিঁয়াজের মালা রেখে গিয়েছিলেন বিরোধী নেতারা। দিল্লির নির্বাচনের সময় একবার সুষমা স্বরাজ যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখনও পিয়াজ মস্ত বড় নির্বাচনী ইস্যু হয়। পাঞ্জাব, রাজস্থান থেকে এলেও মহারাষ্ট্র থেকে পিঁয়াজ আসে অন্য রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি। বেশি মুনাফার জন্য পিঁয়াজ বিদেশে রফতানি হয়ে যাওয়ায় দাম বাড়ছে। এসব সমস্যা আজে নয়, বহুদিন থেকেই হয়ে চলেছে। সমস্যা হচ্ছে মোদির ছয় বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বের পরও এই সমস্যার সমাধান হল না।

এই সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন রাজনৈতিকভাবে শাসক দলের জন্য প্রতিকূলতা তৈরি হয়। শুধু মহারাষ্ট্রের ভোট নয়, হরিয়ানাতেও ভোটের ফল বিজেপির ভাল হয়নি। ঝাড়খন্ডে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সেখানে বেশ প্রতিকূলতার মধ্যে রয়েছে বিজেপি। যদি ঝাড়খন্ডেরও ভোটের ফল খারাপ হয় বিজেপির, তাহলে এই প্রান্তিক উপযোগিতার সমস্যা আর বাড়বে। আমাদের অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে, আমরা সাদা কালোর মধ্যে থাকি।হয় মোদি ভাল। নয়তো মোদি খারাপ। যখন মোদিকে কলকাতার এক বিতর্কসভায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য আনা হয়েছিল, তখন তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী। সদ্য গোধরা কান্ড হয়েছে। বহু বুদ্ধিজীবী গেল গেল রব তোলেন। আমি ওকে নিয়ে আসতে সচেষ্ট বলে আমাকে সাম্প্রদায়িক ও বিজেপির এজেন্ট বলে দেয়া হল। তখন আমার তৎকালীন সম্পাদক অবশ্য সে বিতর্কসভায় আয়োজন করছি। ভালই তো। বিপক্ষেও তো কমিউনিস্ট, কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা থাকবেন।

(প্রতিদিন)

বুধবার রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

অসমে ক্যাব-বিরোধী তীব্র প্রতিবাদ, গুয়াহাটির রাজপথে ছাত্রসমাজ, বহু গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লাঠিচার্জ, জলকামান, বাতিল জিইউ-এর সব পরীক্ষা

গুয়াহাটি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) ২০১৯ পেশ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে উত্তাল প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গুয়াহাটি। সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) আহূত গতকালের ১১ ঘণ্টার অসম বনধ-এর পর বুধবার বরাক উপত্যকা ও দুই পাহাড়ি জেলা ছেড়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কলেজ পড়ুয়ারা ক্যাব-এর বিরুদ্ধে উন্মত্ত প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তিনসুকিয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরানোর পাশাপাশি রাস্তায় পেট্রোল ঢেলেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে। রাত পৌনে সাতটায় এই খবর লেখা পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

এদিকে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর এবং স্নাতকের সমস্ত পরীক্ষা আগামী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আজ সকাল থেকে গোটা দিন গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ক্যাব-এর বিরুদ্ধে বুধবার কটন বিশ্ববিদ্যালয়, সন্দিকৈ কলেজ এবং মেগালয়ের ইউএসটিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দিশপুর চলো (রাজ্যের প্রশাসনিক কেন্দ্র জনতা ভবন) কর্মসূচি নিয়ে রাজপথে নামেন। সকালের দিকে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা দিশপুর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জিএস রোডের এবিসিতে তাঁদের ব্যারিকেড গড়ে পুলিশ প্রতিবাদকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন একাংশ প্রতিবাদকারী পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠির ঘা খেয়েও ছাত্রছাত্রীরা রাজপথ ছেড়ে যাচ্ছিল না। মিছিল থেকে ছোঁড়া হয় ইটপাটকেল। পুলিশ কঠোর অবস্থান নিয়ে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী আহত হয়েছেন।

এদিকে দিশপুরে জনতা ভবন তথা সচিবালয়ের সামনে বিভিন্ন দিক থেকে কাতারে কাতারে পড়ুয়ারা আসতে থাকেন। সেখানেও ব্যারিকেড গড়ে পুলিশ। প্রতিবাদকারীরা সচিবালয়ের সামনে ব্যারিকেড ভেঙে জ্বালিয়ে দেয়। ফলে বাধ্য হয়ে পুলিশ কাঁদানো গ্যাস ও জল কামান ছুঁড়ে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার পর রাস্তায় পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়। দিশপুরে সুপার মার্কেটে পুলিশ পয়েন্টেও অগ্নিসংযোগ করেছে প্রতিবাদীরা। মহানগরের বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে কয়েকজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না পুলিশ। অন্যদিকে রাজ্যজুড়ে ক্যাব-বিরোধী প্রতিবাদের জেরে বহু ট্রেন বাতিল করেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। ট্রেন বাতিল করার ফলে বিপাকে পড়েন যাত্রীকুল।

তেজপুর থেকে হেলিকপ্টারে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীও বহু সময় বিমানবন্দরে আটকে পড়েন। প্রতিবাদকারীদের রাস্তা অবরোধের ফলে আটকে পড়ে অনেক স্কুলবাস। ট্রাফিক পুলিশ বহুক্ষণ জিএস রোডে যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। অসমের সীমান্তঘেঁষা মেঘালয়ের ইউএসটিএম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং খানাপাড়া পশু চিকিৎসালয় ও পলিটেকনিকের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদকারীরা বেশ কয়েকটি বাসেও অগ্নিসংযোগ করেছেন। কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও আজকের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে রাজপথে নামেন বহু সাধারণ মানুষ। শুধু রাজধানী গুয়াহাটি নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাব-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছেন জনতা। তিনসুকিয়া জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে উন্মত্ত প্রতিবাদ করলে পুলিশকে শূন্যে গুলি চালাতে হয়েছে।

ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশভাগের ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করা হয়েছে বলে বুধবার রাজ্যসভায় নিজের জবাবি ভাষণে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন রাতে নিজের জবাবি ভাষণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'কপিল সিব্বল, আনন্দ শর্মা যতই উদাহরণ দিক না কেন আমি ফের বলব ধর্মের ভিত্তিতেই দেশভাগ হয়েছিল। সেই ভুলকে সংশোধন করতেই এই বিল পেশ করা হয়েছে। দেশভাগ যে সমস্যার তৈরি করেছিল, তা সমাধানের লক্ষ্যে এই বিল পেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের ভাল রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।'

নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আগের সরকার বিষয়টি ভাবলে এই বিল পেশের কোনও প্রয়োজন পড়ত না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র দেশ চালানোই নয়। ভুলগুলিকে সংশোধন করে সঠিক কাজ করবে কেন্দ্র। ৫০ বছর আগে বিলটি পেশ হলে, পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করত না।

ভারতের মুসলমানেরা যে ভাল অবস্থায় রয়েছে তার উদাহরণ তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ভারতের প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আসীন হয়েছিলেন।

শ্রমিক আন্দোলনের জেরে বন্ধ রায়গঞ্জ বিএসএনএল অফিস

রায়গঞ্জ, ১১ ডিসেম্বর (হি.স): অস্থায়ী শ্রমিকদের আন্দোলনের জেরে একমাস বন্ধ রায়গঞ্জ বিএসএনএল অফিস। আন্দোলনকারীরা কোন কর্মীকে দফতরে ঢুকতে না দেওয়া বন্ধ সমস্ত রকম পরিষেবা। আন্দোলনকারীদের যতক্ষন না তাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষন তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

উত্তর দক্ষিন দিনাজপুর জেলা নিয়ে বিএসএনএল দফতর। সদর দপ্তর রায়গঞ্জ কর্নজোড়ায়। এই দফতরে ১২২ জন অস্থায়ী শ্রমিক আছেন। যাদের আর ক্যাজুয়াল কর্মী হিসেবে মর্যাদা দিতে রাজী নয় বিএসএনএল কতৃ পক্ষ। ২০১৬ সালে অস্থায়ী কর্মীদের পূর্নবহালের দাবিতে রায়গঞ্জ এসএসএ শিল্প সহায়ক ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে। দীর্ঘ প্রায় একবছর দফতর প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে অচলাবস্থা কাটলেও আন্দোলন থেকে সরে যায় নি শ্রমিকরা। দীর্ঘ আন্দোলন অন্যদিকে আইনের সাহায্য নেওয়া দুটি একই সঙ্গে তারা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উচ্চ আদালত শ্রমিকদের পক্ষে রায় দিলেও সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে বিএসএনএল। আজও সেই মামলার নিস্পত্তি হয় নি।

বিএসএনএলের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যানেজার জানিয়েছেন,অস্থায়ী কর্মীরা তাদের অফিসে ঢুকতে দিচ্ছেন না। ফলে তারা গ্রহকদের পরিষেবা দিতে পারছেন না।শ্র মিকদের দাবির বিষয়টি আদালতে বিচারধীরাধীন। মামলা নিস্পত্তি না পর্যন্ত তারা এনিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না।

নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করেছে পাকিস্তান : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির ধারাগুলিকে অগ্রাহ্য করেছে পাকিস্তান, তাই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের দরকার হয়ে পড়েছিল বলে রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে জানিয়েছেন অমিত শাহ। বুধবার অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির ধারাগুলিকে মানেনি প্রতিবেশী দেশ। প্রতিটি সরকারের উচিত এই ধারাগুলিকে ব্যবহারিক ভাবে কার্যকর করা।'

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে চুক্তি হয়। যা দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথ বলেছিল। এদিন অমিত শাহ বলেন, ইউপিএ আমলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে রাজস্থান সরকার চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠিতে দুই পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু ও শিখদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু বর্তমানে দুই থেকে সেই সংখ্যাটা ছয় করা হয়েছে।

টলিউডে সায়েন্স ফিকশন ছবি নিয়ে হাজির রুদ্রনীল-তনুশ্রী

কলকাতা,২৭ নভেম্বর (হি.স.):টলিউডে নানান রকমের ছবি হয় উ তবে সায়েন্স ফিকশন ছবি সেকম মেলেনাউএবার সায়েন্স ফিকশন ছবি নিয়ে হাজির হলেন তনুশ্রী চক্রবর্তীকে ও রুদ্রনীল ঘোষউলম্বা সময় পর ফের বড়পর্দায় জুটি বাঁধলেন তনুশ্রী রুদ্রনীল উ পরিচালক অভিরূপ ঘোষের নতুন ছবি ''জম্বিস্তান''-এ দর্শক দেখতে পাবেন এই জুটিকেউআগামী শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ''জম্বিস্তান''

যদি আজ থেকে ১০ বছর বা কুড়ি বছর পর আমরা লক্ষ্য করি আমাদের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে জম্বি উ আর সেই জম্বিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি উ তাহলে কি হবে।ঠিক এরকমই ঘটনা নিয়ে এই প্রথম অভিরূপ ঘোষের পরিচালনায় বাংলায় তৈরী হয়েছে সায়েন্স ফিকশন 'জম্বিস্তান' উ ছবির গল্প অনুযায়ী,বায়োকেমিক্যাল অস্ত্রের প্রভাবে মানুষ জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন উ এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সমগ্র জীবকুল ধ্বংসের হয়ে যাচ্ছে উ সেই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও কয়েকজন বাঁচার চেষ্টা করছে উ ''জম্বিস্তান''-এ তনুশ্রী চক্রবর্তীর চরিত্রটির উপরই প্রভাব পড়ে না বায়োকেমিক্যালের উ তিনি চেষ্টা করতে থাকেন বাকিদেরও বাঁচিয়ে রাখার উ কয়েকজনকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় রজতাভ দত্ত এবং রুদ্রনীল ঘোষের উ যাদের চরিত্রের মধ্যে নেগেটিভ শেড দেখা যায় উ ছবিতে দেখানো হবে মানুষও এখন বিলুপ্তপ্রায়। সমগ্র জীবকুল ধ্বংসের মুখে উ সময়টা ২০৩০ সাল উ চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে জম্বি উ তাঁদের থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন কয়েকজন মানুষ উ পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক বাংলায় বায়ো-কেমিক্যাল অস্ত্রের কারণে মানুষের প্রায় ৯৫ শতাংশ জম্বিতে পরিণত হয়েছে

এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স): এখনই জাঁকিয়ে শীত নয়, জানিয়ে দিলেন আবহাওয়াবিদরা ।এদিন কলকাতায় সামান্য বাড়ল তাপমাত্রা। বুধবারও স্বাভাবিকের ২ ডিগ্রি ওপরে পারদ। চলতি সপ্তাহে পারদ নামার সম্ভাবনা খুব কম। সামান্য হলেও বাড়তে পারে তাপমাত্রা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও উত্তরবঙ্গে একই জায়গায় থাকবে পারদ। সকালে সামান্য কুয়াশা হলেও পরে পরিষ্কার আকাশ। তাই ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেও জাঁকিয়ে শীতের অপেক্ষায় শহরবাসী।

আলিপুর আবাহায়া দফতর জানিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ঢুকেছে জম্মু-কাশ্মীরে। এর জেরে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান ও সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। আগামী দু'তিন দিন জম্মু-কাশ্মীরে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি সহ শিলা বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বেশকিছু রাজ্যে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জেরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে আগামী তিনদিন তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়বে। ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পঞ্জাবে ঘন কুয়াশার সর্তকতা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। অন্যদিকে আরব সাগরে রয়েছে নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণাবর্ত। এই দুয়ের জেরে আটকে উত্তুরে হাওয়া। আপাতত চলতি সপ্তাহে জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই রাজ্যে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সরে যেতেই আগামী সপ্তাহে পারদ নামার ইঙ্গিত আবহাওয়া দফতরের।

উত্তরবঙ্গে তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে সামান্য কুয়াশার প্রভাব থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সপ্তাহ শেষে অর্থাৎ শুক্র শনিবার সিকিম সংলগ্ন এলাকায় সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।

বৃহস্পতিবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন,১৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ২ বেশি। বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৫২ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নি।

সোমালিয়ার হোটেলে সশস্ত্র জঙ্গি হামলা, নিহত ৪

মোগাদিসু, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মঙ্গলবার গভীর রাতে সোমালিয়ার একটি হোটেলে সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় এসওয়াইএল হোটেলে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ৪ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও ছয়জন আহত হয়েছে। বুধবার স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। খবরে প্রকাশ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল শাবাব এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। আহতদের মধ্যে দুজন সোমালিয়ার সাংসদ এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রীও রয়েছেন। এই হামলার সময় শতাধিক মানুষকে হোটেল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে কয়েকজন হোটেলে আটকে থাকায় এবং গুলি চালানোর শব্দে অনুমান করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। পুলিশ আধিকারিক জাকিয়া হুসেন সাংবাদিকদের জানান, হামলার পালটা জবাবে হোটেলের বাইরেও দু'জন জঙ্গিও মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সোমালিয়ায় নয়ের দশক থেকে গৃহযুদ্ধ চলছে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

উরি সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

শ্রীনগর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার ফের উরি সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান সেনাবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ লাইনে ভারতীয় সেনা শিবির এবং আবাসিক এলাকায় গুলি চালাল। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের এই ঘৃণ্য কাজের যথাযথ জবাব দিয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। খবর লেখা পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে গুলি চালানো হচ্ছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে সোমবারও বালাকোট এবং শাহপুর সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান ব্যাপক গুলি চালিয়েছিল। এই গুলিবর্ষণে একজন সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন।

প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার স্বনির্ভর হওয়ার দিকে কাজ করছে : রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিরক্ষার সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশ নিয়মিত স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে কাজ করে যাচ্ছে এবং আরও বেশি সরঞ্জামের দেশীয়করণের উপর জোর দিচ্ছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লোকসভায় প্রশ্নোত্তর চলাকালীন এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ''মেক ইন ইন্ডিয়া''-এর অধীনে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির সংস্থাগুলিকে যে সুবিধা দেওয়া যেতে পারে তা দেওয়া হচ্ছে। যাতে দেশের প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনে বৃদ্ধি পায়। তিনি আরও বলেন, দেশে অনেক প্রতিরক্ষা সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদা মেটাতে কৌশলগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া জরুরি। এজন্য প্রতিরক্ষা রফতানিতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।এমনকি তৈরি করা হয়েছে প্রতিরক্ষা রফতানি নীতিও। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, রফতানির জন্য একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে, যার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিও বিবেচনা করা হয়েছে।

যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনা, জখম ১৭

মথুরা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নৌহঝিল থানা এলাকার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে বুধবার সকালে একটি দ্রুতগামী বাস ডিভাইডারে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনায় ১৭ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও এক্সপ্রেস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। জানা গিয়েছে, বাস চালক ঘুমের ঝিমুনির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এদিন পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি লখনউ থেকে আগ্রা হয়ে নয়েডা যাচ্ছিল। যাত্রীবাহী এই বাস যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে একটি ডিভাইডারের ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘুমের কারণে বাসচালক শচীন যাদব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসটিতে মোট ২৬ জন যাত্রী ছিল। এদের মধ্যে ১৭ জন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে স্টেশন ইনচার্জ প্রদীপ কুমার ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। আহতদের পরিজনদের খবর পাঠানো হয়েছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় সতর্কভাবে কথা বলার আর্জি রাজভবনের

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : পার্থ চট্টোপাধ্যায় বুঝেশুনে কথা বলুন। না, রাজ্যের কোনও বিরোধী নেতার হুঁশিয়ারি নয়। রাজভবন থেকে রাজ্যপালের লিখিত সতর্কবার্তায় এ রকম মন্তব্য করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় রাজভবন থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজ্যপাল জানিয়েছেন তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশ্য অভিযোগ লক্ষ্য করেছেন। তাতে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, ২০১৯ সালের দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কমিশন ফর দি শিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস বিল বিধানসভায় পাঠানোর আগেই রাজ্যপাল এ নিয়ে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন। এটির সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের ১৭৫ (২) ধারা সংপৃক্ত।

এ ব্যাপারে রাজ্যপালের মত, পার্থবাবুর অভিযোগ তথ্যগত ভাবে অসত্য। রাজ্যপালের সাংবিধানিক এক্তিয়ার নিয়ে লোকের কাছে কিছু বলার আগে ভবিষ্যতে মাননীয় মন্ত্রী যদি একটু খতিয়ে দেখেন ভাল হয়। দৃঢ়তার সঙ্গে রাজ্যপাল জানাচ্ছেন, এ ব্যাপারে আইনি বিষয়গুলি প্রথমে সফলভাবে কেবল বিধানসভার অধ্যক্ষকে জানানো হয়েছিল। এর বেশ কিছুটা পরে বিষয়টির নিরিখে পরিস্থিতি বুঝে রাজ্যপাল প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন।

১৯ জন নিরীহ নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে উপত্যকায়, দাবি রেড্ডি

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির পর থেকে এখনও পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে ১৯ জন নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করেছে জঙ্গিরা বলে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

বুধবার জি কিষাণ রেড্ডি জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী চলতি বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৯জন নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করেছে জঙ্গিরা। এদের মধ্যে ১২ অকাশ্মীরি শ্রমিক। জঙ্গি হামলায় তিনজন আহত। বিগত কয়েক দশক ধরে সীমান্তের ওপার থেকে আসা মদতে জঙ্গি হামলা হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরে। বর্তমানে জঙ্গিরা কাশ্মীরি ও অকাশ্মীরি নিরীহ নাগরিকদের উপর লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর থাকায় সেই হামলা রোধ করা গিয়েছে। বর্তমান বহু জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছে।

বামেদের লং মার্চে জনজোয়ার কলকাতায়

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স): আজ শেষ বামেদের লং মার্চ। কলকাতা শহরে পৌঁছেছে একের পর এক মিছিল। বুধবার সেই বাম-কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের ডাকে সমাবেশে কার্যত জনজোয়ার বইল কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ডোরিনা ক্রসিংয়ে। লাল ঝান্ডায় ছয়লাপ ধর্মতলা চত্বর।

চিত্তরঞ্জন থেকে ১২ দিনে প্রায় ২৮৩ কিমি পথ পেরিয়ে আজই 'লং মার্চ' পৌঁছেছে কলকাতায়। এই পদযাত্রায় অংশ নিয়েছে বাম ও কংগ্রেসের বিভিন্ন সংগঠন। মঙ্গলবার রাতেই 'লং মার্চ' হাওড়ায় ঢুকেছে। আজ এই পদযাত্রা যায় ধর্মতলার দিকে। সেখানে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে সমাবেশ হয়। লং মার্চের জেরে আজ কার্যত অচল হয়ে যায় কলকাতার রাজপথ।শ্রমিক কর্মচারীদের ১২ দফা দাবিতে গত ৩০ নভেম্বর পশ্চিম বর্ধমানের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানার গেট থেকে শুরু হয়েছিল 'শ্রমিক লংমার্চ'। ১২ দিন দুই বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়া জেলার ২৮৩ কিলোমিটার পত অতিক্রম করে এদিন কেন্দ্রীয় সমাবেশের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় কর্মসূচি। আর তাতেই উপচে গেল ধর্মতলা। ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব।রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিলগ্নিকরণ, সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন গুলো। হাওড়া থেকে এদিন মূল লংমার্চ শুরু হয়। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হাওড়া ব্রিজ।

উরির পর এবার শাহপুর ও কিরানি সেক্টরেও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন পাক সেনার

শ্রীনগর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : উরির পর বুধবার সন্ধ্যায় শাম জেলার শাহপুর ও কিরানি সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান সেনা। পাক সেনার পক্ষ থেকে ভারী গুলি চালানো হয়েছে। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পাওয়া যায়নি। খবর লেখা পর্যন্ত উভয় দিকে গুলি চালিয়ে যাওয়া চলতে থাকে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনা শিবির এবং আবাসিক এলাকাগুলিকে লক্ষ্য করে মর্টার ও গুলি চালানো হচ্ছে। ভারতীয় সেনারা পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে। গুলিবর্ষণ শাহপুর ও কিরানী সেক্টরের আশেপাশের গ্রামগুলিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এদিকে এদিন দুপুরের উরি সেক্টরে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানও ব্যাপক গুলি চালিয়েছে। সেখানেও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান সেনাভারতীয় সেনা শিবির এবং আবাসিক এলাকায় গুলি চালায়।

বড়দিনের সাজে সেজে উঠেছে নিউমার্কেট চত্বর

কলকাতা,১১ ডিসেম্বর (হি.স.):আর মাত্র ১৬ দিন উ তার আগেই বড়দিনের প্রস্তুতি তুঙ্গে তিলোত্তমায় উ ইতিমধ্যেই বড়দিনের সাজে সেজে উঠেছে নিউমার্কেট চত্বর।গত কয়েক বছরের মতো এবারও ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করছে রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরউ তাই অন্যান্য বছরের মতো এইবছরও ইতিমধ্যেই সেজে উঠছে পার্ক স্ট্রিটের পাশাপশি সেজে উঠেছে নিউমার্কেট চত্বরউ ক্রিস্টমাস ট্রি,সান্তার সাজে সেজে উঠেছে নিউমার্কেট চত্বর উ পাশাপশি সান্তা টুপি, ক্রিস্টমাস ট্রি-র পসরা সাজিয়ে তৈরি দোকানিরা উ সেসব কিনতে উপচে পরা ভীড় নিউমার্কেট চত্বরে উ ২৫ শে ডিসেম্বর বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড় বাড়তে থাকে পার্ক স্ট্রিটে নিউমার্কেটেউ তাই আগে থেকেই সাজতে আরম্ভ করেছে পার্কস্ট্রিট নিউমার্কেট চত্বর।

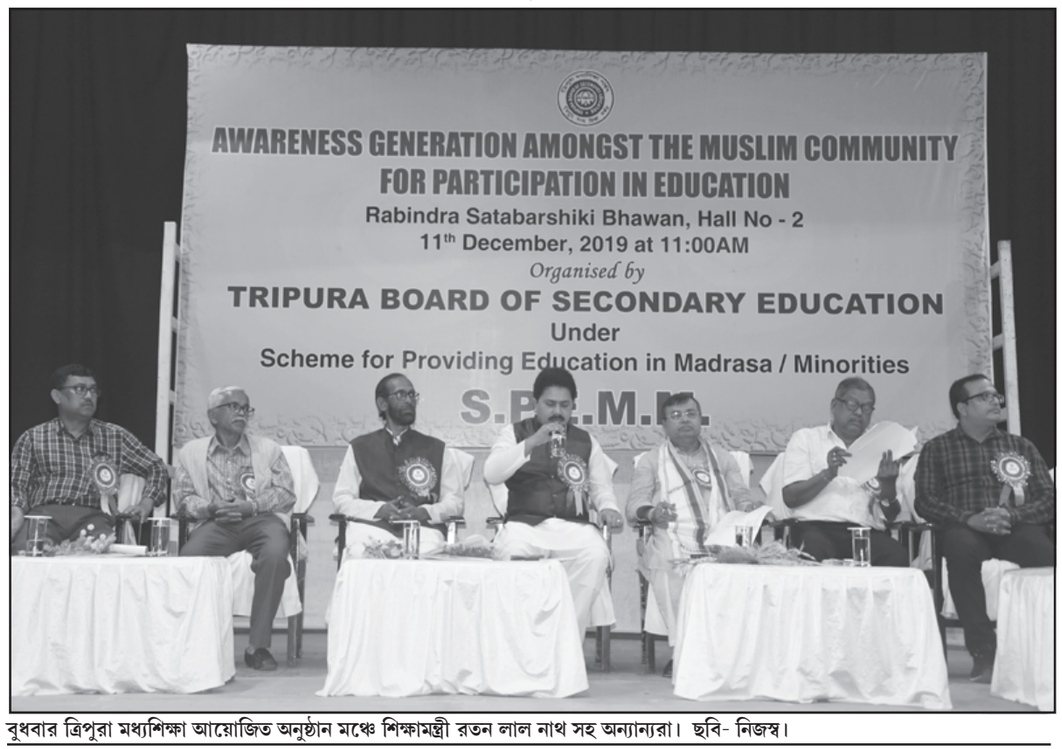

বুধবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা আয়োজিত অনুষ্ঠান মঞ্চে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ" শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা "পাবমেড"-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওইও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।'আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ভক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকুল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই বলে চেষ্টা করছি, বলে না সব করে ফেলব: অতনু

আপনার মতো নামী পরিচালক বলছেন সিনেমা ছেড়ে দেব?প্রথম কথা, আমি নামী নই। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, তুই এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াস! তোকে কেউ চিনতে পারে না?আমি বলেছিলাম, "না" সত্যিই আমায় কেউ চেনে না! ভাগ্যিস! একটা কথা বলা হয় আমার সম্পর্কে, আমি "আন্ডাররেটেড" আমি সেটাই থাকতে চাই। আমার রেটিং হয়ে গেলে আমি ভাবতে শুরু করব, আমি তো দারুণ! যা করব তাই দুর্ধর্ষ হবে। কাজের তাগিদ কমে যাবে। সিনেমা আর হবে না তখন! এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। বরং প্রতিটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, হবে তো?করতে পারব তো?এটাই যেন থাকে। আর সারা জীবন আমি সিনেমা করব না। আমি হয়তো লেখায় মন দেব। আমি সাংবাদিকতা পড়াই,সেটা নিয়েও থাকতে পারি। অভিনয় নিয়ে কিছু করব।গ্রাফিক্সে আমার প্রবল আগ্রহ, সে বিষয়েও কাজ করতে পারি। অনেক কিছু করার আছে আমার।আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন! প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়-জয়া আহসান আপনার "রবিবার" ছবির নতুন জুটি নিয়ে উন্মুখ বাংলা ছবির দর্শক !এই প্রথম ওরা একসঙ্গে। জুটিটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আসলে প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই নিজেদের পালটে ফেলার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা রাখে! আগে যা করিনি এ বার সেটা করব এই মনটা খুব শক্তিশালী ওদের। দু"জনেই "রবিবার"-এর ওই দুটো চরিত্রে নিজেদের পুরে ফেলেছেন। এখন সিনেমার অভিনয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতার চেয়ে মনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সারা বিশ্বেই তাই। আমি কত দিন ধরে অভিনয় করছি সেই অভিজ্ঞতার চেয়ে আমি ওই চরিত্রে নিজেকে কতটা বসাচ্ছি সেটাই আসল। সেখান থেকে বেরিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার যে কঠিন কাজ সেটা প্রসেনজিত-জয়া "রবিবার"-এ করে দেখিয়েছে। কাজ করতে করতে অভিনেতাদের হাসি,মজার দৃশ্য, সব এক রকম হয়ে যায়। এই গতানুগতিক অভিনয়ে নিঃসন্দেহে পারফেকশন আছে! কিন্তু সেটা একরকম! এটা তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী! ভাবছেন, আমি এটা দারুণ পারি। কিন্তু প্রসেনজিত-জয়া তা ভাবেন না। ওঁরা ভাবেন আমরা তো পারি না !এটা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ও ভাবেন?একদম। এটা ওর মস্ত বড় গুণ! ও জানে একটা চরিত্র করার জন্য বড়সড় প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল পরিশ্রম করতে হবে। এক দিন দেখি সেটেই টেনশনে বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার সহকারী বলছে, উনি বলছেন,আসছেন, আসছেন! প্রত্যেকটা শটের পর আমার মুখের দিকে তাকায়! ক্যামেরায় দেখে হয়তো বলল, "চল এটা আর এক বার করি। চেষ্টা করি...", কোনও দিন বলে না, আমি করে ফেলব! সব সময় বলবে, চেষ্টা করি! জয়াও তাই।ওই চেষ্টা করি... এই জন্যই মনে হয় এত স্পার্ক দিতে পারবে এই দুই চরিত্র !আর কী আছে "রবিবার"-এ?একটা দিনের গল্প। দুই মানুষের পনেরো বছর পরে দেখা। পনেরো বছর আগে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই পরিণত দুই মানুষের যখন এক দিনের জন্য দেখা হয় তখন স্বভাবতই ওইটুকু সময় তাদের প্রেম তৈরি হয়ে যাবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তা হলে কী হতে পারে?সেটাই বলবে "রবিবার"।মিউজিক একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে এই ছবিতে। সেতারও আছে, আবার জ্যাজ। আমার তো মনে হয় দেবজ্যোতি মিশ্র-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ওর জীবনের অন্যতম সেরা কাজ! আর আছে মাঝবয়সীর প্রেম! যা বাংলা ছবিতে দেখান হয় না।ই যে মাঝবয়স, পরিণত মুখের কথা বলছেন। বাংলা ছবিতে কি পরিণত বয়সের আধিক্য?হ্যাঁ। কারণ সব থেকে পরিণত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন মাঝবয়সী। যত ক্ষণ না কোনও পরিচালকের তাগিদ আসবে অল্পবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করার তত ক্ষণ এই ধারা ফিরবে ইন্ডাস্ট্রিতে।ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গায় আজকের অতনু ঘোষ স্বচ্ছন্দ?না, কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি বস্তাপচা বাজারি গল্প নিয়ে কাজ করি না। আর আমাদের তো বদ্ধমূল ধারণা এখনও থেকে গিয়েছে। বক্স অফিস হিট মানে ভাল ছবি। যে ছবি মানুষ দেখল না সেটা বাজে। এই অপরিণত ধ্যানধারণা! আমি কিন্তু মূল ধারার ছবিই করি। আমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু নিয়ে তো কাজ করছি না। এমন বিষয় বাছছি যা চিরাচরিত হয়েও প্রচলিত নয়। এই নিয়ে চেষ্টা করেছি। সিনেমার ফর্ম নিয়ে তো বিরাট কিছু করিনি। তাই বিকল্প ধারার পরিচালক নই আমি।আপনি এমন পরিচালক যিনি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে খুব যুক্ত নন...নাহনই। পার্টিতে যাই না তো আমি। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ ছবি করলে, ভাল লাগলে লিখি সেটা নিয়ে। কেউ ভাবে হয়তো আমি দল পাকাচ্ছি। সেটা নয়। এই বোধ থেকেই তো এগারো বছরে আটটা ছবি হয়েছে। যথেষ্ট মনে হয় আমার। বললাম যে, চিরকাল সিনেমা করব না। আর আমি সেলিব্রিটিও নই। এখন যাঁদের মানুষ চেনেন, মানে মুখ চেনেন তাঁরাই সেলিব্রিটি! তাঁর কাজ ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

গাড়ি চালকের বিয়েতে সপরিবারে হাজির রবিনা ট্যান্ডন, প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নেটিজেনরা

গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হলেন রবিনা ট্যান্ডন। স্বামী অনিল থাডানি এবং মেয়ে রাসাকে নিয়ে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন বলিউড অভিনেত্রী। গোলাপি রঙের আনারকলিতে সেজে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন রবিনা। অন্যদিকে অভিনেত্রী-কন্যা সেজেছিলেন হালকা সবুজ রঙের লেহঙায়। গোটা পরিবারের সঙ্গে যখন গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে রবিনা ট্যান্ডন হাজির হন, তখন ঝলসে উঠতে শুরু করে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।দেখুন সেই ছবি...গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার আগে নিয়ম মেনে শ্যুটিং সেরে ফেলেন রবিনা। শুটিং ফ্লোরে হাজির হওয়ার আগে মেকআপ রুমের সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন রবিনা ট্যান্ডন। যেখানে লাল রঙের শাড়িতে হাজির হয়ে সেজেগুজে হাজির হন রবিনা ট্যান্ডন।সম্প্রতি নাচ বলিয়ে-তে বিচারকের আসনে দেখা যায় রবিনাকে। এবারের সিজনে প্রিন্স নরুলা এবং যুবিকা চৌধুরিকে নাচ বলিয়ে-তে জয়ী ঘোষণা করেন রবিনা ট্যান্ডনরা। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বারের জন্য দিদা হন রবিনা ট্যান্ডন। সেপ্টেম্বরে তাঁর দত্তক সন্তান ছায়া জন্ম দেন তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের। ওই সময় মঙ্গল কামনার জন্য গোটা পরিবার একসঙ্গে হাজির হয়ে পুজো অর্চনা শুরু করে দেয়।ব্যবসায়ী অনিল থাডানি এবং রবিনা ট্যান্ডনের দুই সন্তান। রাসা এবং রণবীর। তবে ছায়া এবং পূজা নামে তাঁদের দুই দত্তক সন্তানও রয়েছেন। জানা যায়, তুতো বোনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই মেয়ে ছায়া এবং পূজাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন রবিনা। পরে সমস্ত নিয়ম মেনে ওই দুজনকে দত্তকও নেন রবিনা ট্যান্ডন।

তাপসীকে ট্রোল করতে চেয়ে নিজেই ট্রোলিংয়ের শিকার ইন্টারনেটে

নিজের দিকে ধেয়ে আসা পর পর দুটো ট্রোল সুন্দর ভাবে সামলালেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।পাল্টা উত্তরে কুপোকাত করে দিলেন দু"জনকে।ট্রোলিংয়ের জবাব দেওয়া তাপসী পান্নুর এক ভিডিয়ো রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।রবিবার গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন তাপসী পান্নু।তিনি আগাগোড়া সেখানে ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন।মাঝপথে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দর্শকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন,""আপনি হিন্দি অভিনেত্রী,হিন্দিতে কথা বলুন।""সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব, কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব,কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:""আমি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রীও.তামিল আর তেলগুতেই কথা বলি?"এই জবাবের পর ওই ব্যক্তি আর কোনও কথা বাড়াননি।পরবর্তী বক্তৃতা তাপসী পান্নু ইংরাজিতেই দিয়েছিলেন,তিনি আর কোনও বাধা পাননি।অনুষ্ঠানের এই ভিডিয়ো রবিবার থেকেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।টুইটারে তাপসী পান্নুর ভক্তেরা এই কড়া জবাবের জন্য তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।কিন্তু এর মাঝেই এক টুইটার ব্যবহারকারী ফের তাপসীকে ট্রোল করার চেষ্টা করেন।তিনি কমেন্টে লেখেন, "তাপসী হিন্দিতে কথা বলছিলেন না, কারণ হিন্দি এলিট ভাষা নয়।"তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তাপসী পান্নু।তাপসী প্রত্যুত্তরে লেখেন,"এলিটা ভাষা নয়,চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।"অর্থাতকে কতটা অভিজাত তা ভাষা দিয়ে বিচার করা যায় না,তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে বিচার করা হয়।তাপসীর এই জবাবের পর টুইটারো দিয়ে আরও প্রশংসা উড়ে আসতে শুরু করেছে তাঁর উদ্দেশে।

তিনটি জনপ্রিয় মাসাজ ট্রিটমেন্ট

১. ডিপ টিস্যু মাসাজ- পেশিকে আরাম দেওয়া, প্রেশার পয়েন্ট অনুযায়ী চাপ দিয়ে মালিশ করে ব্যথার উপশম করাই ডিপ টিস্যু মাসাজের প্রধান কাজ।সাধারণত পিঠ, ঘাড়, পায়ের পেশির উপর চাপ দিয়ে এক থেকে দেড়ঘন্টা সময় নিয়ে এই মাসাজ করা হয়।লোয়ার ব্যাক পেন,জয়েন্ট পেন, শোওয়ার ভঙ্গিতে সমস্যা, স্পন্ডিলাইটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মাসাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।।২. হট স্টোন মাসাজ- তপ্ত, মসৃণ, গোলাকার পাথর ৫০-৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে পিঠের পেশিতে রাখা হয়।।এগুলো ব্যাসল্ট বা মার্বেলের পাথর হয়।।পিঠের এবং হাতের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্টে রাখা হয় বলে পেশিগুলো রিল্যাক্সড হয় আর মাসলস্টিফনেসের সমস্যা দূরীভূত হয়।।এই ট্রিটমেন্টের সময় মোটামুটি ৭৫ মিনিট।। ৩. বালিনিজ মাসাজ- ফ্যাটিগ দূর করে শরীরকে নতুন এনার্জি দিতে, মাথা ব্যথা, স্ট্রেস, মাইগ্রেনের সমস্যা, অবসাদ কমাতে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় এই স্পা থেরাপি।

ফুটবলের জনকের ভূমিকায় দেব, শুরু প্রস্তুতি

সম্প্রতি "টনিক"-এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু ফিরেও এক মূহুর্ত দম ফেলবার ফুরসত নেই তাঁর। একদিকে চলছে সংসদীয় কাজ অন্যদিকে জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন পরের ছবির প্রস্তুতি। কথা হচ্ছে সুপারস্টার-সাংসদ দেবকে নিয়ে। অভিজিত সেনের ছবির শুটিং শেষ বটে, সামনেই রয়েছে "সাঁঝবাতি"র মুক্তি।

এরমধ্যেই শুরু বড় প্রজেক্টের কাজ।রতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকাতেই বড় পর্দায় আসছে দেব। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির তৈয়ারি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে ফুটবলের ছবি শেয়ার করে দেব লিখলেন, "পরের ছবির জন্য প্রস্তুতি। ট্রেনিং শুরু।""আমাজন অভিযান"-এর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভেঙ্কটেশের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দেব। যাত্রা হবে ইতিহাসের পথ ধরে চিত্রনাট্যের গহ্বরে, একথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে শুটিং। ব্যস্ততা যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।।বের সিনেমার কেরিয়ারে স্পোর্টস ছবি রয়েছে। এর আগে "লে ছক্কা" ও "চ্যাম্প" যথাক্রমে ক্রিকেট ও বক্সিংকে বড় পর্দায় নিয়ে এসেছে। এবার ফুটবলের পালা। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি দেবের ছবির নাম। আবার মনে করা হচ্ছে, দেবের সঙ্গে এসফিএফের বরফ গলল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। শুটিং হবে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। যদিও এই পিরিয়ড ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুকালের।

বুধবার ক্যাবের বিরোধীতায় আমরা বাঙালির আগরতলায় র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

নাগরিকত্ব নিয়ে তথাগত রায়ের মন্তব্যে বিতর্ক ফেসবুকে ভাইরাল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্কে সামাজিক মাধ্যমে বিরোধীদের একহাত নিয়েছেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়। তাঁর মন্তব্য রীতিমত ভাইরাল হয়ে উঠেছে ফেসবুকে।

তথাগতবাবু ফেসবুকে লিখেছেন, "বাড়ির মেয়েরা চোখের সামনে ধর্ষিতা হয়েছে, টেনে নিয়ে গেছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, পথের ভিখারি করে দিয়েছে। এই অবস্থায় হিন্দুরা পূর্ববাংলা ছেড়ে এদেশে এসেছেন। এখন এখানকার বাঙালি হিন্দুরাই তাদের নাগরিকত্ব দেবার প্রতিবাদ করছে, বলছে যে মুসলমানরা তাদের ঘরছাড়া করেছিল তাদেরও নাগরিকত্ব দিতে হবে ! উন্মাদ এবং আত্মঘাতী বাঙালি হিন্দু ছাড়া এরকম আচরণ কেউ করবে না।

বাঙালি হিন্দু আজ বিলুপ্তির পথে, অতীতের রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র-বিবেকানন্দের স্থান শুধু ইতিহাসের পাতায়, পাঁঠার মতো তাঁদের নাম আউড়ে কোনো লাভ নেই। " পোস্ট করার চার ঘন্টায় বুধবার পৌনে পাঁচটা পর্যন্ত ২৮২টি লাইক, ৬০টি মন্তব্য এবং ৪৬টি শেয়ার হয়েছে এটি। অধিকাংশই সমর্থন করেছেন। বিরোধিতাও করেছেন অনেকে। পার্থপ্রতীম রায়চৌধুরী লিখেছেন, "আমি ১৯৪৭ সালের রিফুজি ফ্যামিলির ছেলে, আমি আমার পূর্বপুরুষদের শত্রুদের চিনি,এখন চিনতে পারছি আমার বর্তমান শত্রুদের।" অভীক ব্যানার্জী লিখেছেন, "যারা নিজের ভাল বোঝে না। তাদের কি বলবেন ?" বিশ্বপ্রিয় রায়০চৌধুরী লিখেছেন, "একদম সঠিক কথা বলেছেন দাদা। পাগলও নিজের ভালো বোঝে। কিন্তু এই তথাকথিত সেকুর দল এটা বোঝে না।" উৎপল দাস মহাপাত্র লিখেছেন, "বাস্তব"

অরিন্দম মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কী অদ্ভুত যুক্তি, আগে শোনাতেন কমুনিষ্টরা আর এখন একযোগেই বলছেন তৃণমূলিরা। কমুনিষ্টরাও শেষ হয়ে গেছে, আসা করি তৃণমূলিরাও শেষ হয়ে যাবে। পিকে রায় লিখেছেন, "আত্মঘাতী বাঙ্গালী।" পাপ্পু কুমার অঙ্কুর লিখেছেন, "একদম বাস্তব কথা বলেছেন দাদা।" সুদীপ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বাঙালি হিন্দু পৃথিবীর সবচেয়ে বোকা জাত।" পার্থপ্রতীম কুন্ডু লিখেছেন, "আজীবন ওই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ কে ভাঙিয়ে খাওয়া বাঙালি হিন্দু হচ্ছে পিপুফিসু জাতি। পিঠ পুড়ছে ফিরে সুই। এরা জীবনেও আর ঘুরে দাঁড়াবে না। একদম সঠিক কথা লিখেছেন দাদা। "

তাপু তালুকদার লিখেছেন, "মাননীয় তথাগত রায়, আপনি মূল হিন্দু বাঙালির সমস্যা বুঝে অনেক বক্তব্য রাখেন। এখনকার কোন বিজেপির নেতৃত্ব আপনার মত ভাবনা। তরা আনেকেই ক্ষমতা ও অর্থের লোভে বিজেপি করছে। আপনি রাজ্যপালের পদ ছেড়ে আবার বিজেপির নেতৃত্বে আসুন। এখনো বাংলাদেশে দুই কোটি হিন্দু বাঙ্গালী নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। উওর পূর্বের রাজ্যগুলির কিছু সুবিধাবাদী লোক হিন্দু বাঙালির জন্যও তাদের সংস্কৃতির জন্য হুমকির মনে করেন। কিন্তু তারা নিজের ভাষায় পড়াশোনা করছে না। হয়ত ইংলিশ না হয় হিন্দিতে পড়াশোনা করছে। হিন্দি ডমিনেট হলে কোন অসুবিধা মনে করেনা, এমন মানসিকতার তারা, কারণ ছোটবেলা থেকে ওইভাবে বড় হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একসময় হিন্দিতে বিলীন হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাও হয়তো হিন্দিতে লীন হয়ে যাবে। ভাষা যায় যাক, হিন্দু ধর্ম ও ধর্ম নিরপেক্ষতা যেন না যায়।"

সরব বিরোধীরাও। শুভদীপ অধিকারী লিখেছেন, "স্যার, এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করাই সমীচীন। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই কি কাঁটাতারের সীমানায় বিশ্বাসী ছিলেন? এই রাজনীতির উর্ধে তিনি। বর্তমান সময়ে তিনি কি করতেন... মানে ক্যাব বা এন আর সি কে সমর্থন করতেন কি না সন্দেহ আছে। আপনি জ্ঞানী তাই আপনার কাছে জানতে চাইলাম? একটু দেখবেন আমি আবার " দেশদ্রোহী " হিসাবে স্বীকৃত না হই।" সঞ্জয় ঘোষ লিখেছেন, "আপনি রাজ্যপালের মত নিরপেক্ষ জায়গায় থেকে এমন আজে বাজে লেখেন কেন?" অরবিন্দ ঘোষ লিখেছেন, "আপনার বাক্যবানে তীক্ষ্ম লেকচারগুলো আসামে, ত্রিপুরায় গিয়ে মারুন সাহস থাকলে।

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সহমত নন শিক্ষাবিদ ও ছাত্রনেতা

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতায় গবেষণার মান কমছে বলে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্যের সমালোচনা করলেন প্রাক্তন উপাচার্য তথা শিক্ষাবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং 'কুটা'-র সভাপতি পার্থিব বসু।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করতে গিয়ে পার্থবাবু সোমবার বলেছেন, আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে গবেষণার মান কমছে। প্রতিনিয়ত কমছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষণাপত্র দেখলাম। মান অনেকটাই কমেছে। এ বিষয়ে আমাদের ভাবার সময় এসেছে এবার। অচিন্ত্য বিশ্বাসের বক্তব্য, "শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কোন সূত্রে গবেষণাপত্র দেখেছেন জানি না। দেখার অধিকার কি তাঁর আছে? যতদূর জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক না হলে গবেষণা পত্র পরীক্ষা করার অধিকার থাকে না। ব্যতিক্রম খুব সামান্য। গবেষক ডিগ্রি অর্জনের পর গবেষণা পত্র সর্বত্র অনলাইন করা হয় ইদানিং। বলছেন যখন নিশ্চয় দেখেছেন। গবেষণার মান চিরকাল ভালো মন্দ মাঝারি হয়। উনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি, সেখানেও সম্ভবত তাই। কলকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার মান সাধারণভাবে ভালো। এ ব্যাপারে উনি ব্যতিক্রম কিছু পেয়ে থাকলে, স্পষ্ট করে জানালে রাজ্যের শিক্ষার মান বাড়ার সম্ভাবনা।"

শিক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন সাধারণ সম্পাদক পার্থিব বসুও। পার্থিববাবুর বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য কিউএস রাঙ্কিং এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট রাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ) সমীক্ষার বিরোধী। এই দুই সমীক্ষায় কলকাতা দেশের মধ্যে বেশ ভালো। শিক্ষা মন্ত্রী বলেছেন আমি যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব পড়ুয়াকে জানি বা চিনি, তাঁরা তুখোর ও বিপ্লবী। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হাজার রকম কথা বলেন। পরে কোনও বড় সংস্থার বড় পদে যোগ দেন। আর যাদেরকে নিয়ে এসব আন্দোলন করেন, তারা সব বেকার থেকে গিয়েছে। আন্দোলনে গা না ভাসিয়ে নিয়মিত ক্লাস ও পড়াশোনা করার পরামর্শ দেন শিক্ষামন্ত্রী। প্রেসিডেন্সির সদ্যনির্বাচিত ছাত্র সংসদের সভাপতি মিমোসা সরাইয়ের দাবি, পড়ুয়ারা ক্যাম্পাসে পরিকাঠামোগত মৌলিক চাহিদা মেটাতে ছাত্র সংসদের সঙ্গে থাকে। তার মধ্যে কেউ ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ হন। আবার কেউ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাপন করেন। এতে সমস্যার কি আছে?

তক্ষক পাচারের দায়ে গ্রেফতার বাংলা ছবির নায়ক সহ ৩

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স): পুলিশের জালে ধরা পরল এক বাংলা ছবির নায়ক সহ ৩ জন । তিনটি বিশাল আকৃতির তক্ষক সহ মঙ্গলবার বিকেলে বন দফতরের অফিসারদের হাতে ধরা পড়লেন বাংলা ছবির নায়ক অভিজিৎ মণ্ডল। 'নতুন সকাল' নামে একটি ছবিতে অভিনয় করেছেন অভিজিৎ মণ্ডল। এখনও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ছবিটি।

বন দফতরের কাছে খবর ছিল সল্টলেকে তক্ষক কোনাবেচার কারবার চলছে। এরকমই একটি ডিল হচ্ছে করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে। ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্পেক্টর অভিষেক কুমার জানান, ওই খবরের ভিত্তিতেই করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে ওঁতপেতে ছিলেন ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল ব্যুরো ও ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্টোল সেলের অফিসাররা। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে ধৃত ৩ যুবক ব্যাগ নিয়ে বাস থেকে নামতেই সন্দেহ হয় তাঁদের। সেই ব্যাগ তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৩টি বড় আকারের তক্ষক। এরপরই গ্রেফতার করা হয় অভিজিৎ মণ্ডল ও তার ২ সঙ্গী নিমাই মণ্ডল ও রতন গাইনকে। এদের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা এলাকায়। কার কাছে ওই তক্ষকগুলো তারা বিক্রি করতে এসেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকরা।

সাত মাস থেকে বেতন না পেয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের হাফলং ডিভিশনের কার্যালয়ে তালা সাঁটলেন কর্মচারীরা

হাফলং (অসম), ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের সাত মাস থেকে বেতনহীন ২৮২ কর্মচারীর বেতন ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে হাফলং জনস্বাস্থ্য করিগরি বিভাগ কর্মচারী সংস্থা কার্যনির্বাহী অভিযন্তা পিনাকী শঙ্কর করকে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সব কর্মচারীর বেতন সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বুধবার ২৮২ জন কর্মচারী জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের হাফলং ডিভিশনের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সব কাজকর্ম অচল করে দেন। এমন-কি বুধবার শহরে বন্ধ করে দেওয়া হয় জল সরবরাহও।

উল্লেখ্য ডিমা হাসাও জেলায় সরকারি কার্যালয়গুলিতে অনলাইনে বেতন প্রদান শুরু হওয়ার পর থেকে রিটেনশন না থাকা কর্মচারীদের বেতন সমস্যার সৃষ্টি। রাজ্যের অর্থ বিভাগ রিটেনশন না থাকা কর্মচারীদের বেতন আটকে দেয়। যার দরুন জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ হাফলং ডিভিশনের ২৮২ জন কর্মচারী গত সাত মাস থেকে বেতনহীন। কর্মচারীদের অভিযোগ, গত সাত মাস থেকে বেতন বন্ধ থাকার পরও বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অভিযন্তা পিনাকী শঙ্কর কর তাদের বেতন সমস্যা সমাধানে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই বাধ্য হয়ে আজ ওইসব কর্মচারী জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ হাফলং ডিভিশনের কাজকর্ম ২৪ ঘণ্টার জন্য অচল করে দেন।

কার্যালয় চত্বরে বসেই পিনাকী শঙ্কর গো ব্যাক, নো পে নো ওয়ার্ক ধ্বনিতে উত্তাল করেন তাঁরা কার্যালয় চত্বর। এদিন কর্মচারীদের বিক্ষোভ চলাকালীন পিনাকী শঙ্কর কর কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কর্মচারীদের বলেন, তাঁদের বেতন সমস্যার সমাধান হয়েছে। ইতিমধ্যে ট্রেজারিতে কর্মচারীদের বেতনের বিল পাঠানো হয়েছে। তবে ট্রেজারি অফিসার না থাকায় বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু পিনাকীবাবুর এ-সব কথা শুনতে রাজি হননি কর্মচারীরা। তাঁদের দাবি বেতন চাই। না-হলে বিক্ষোভ চলবে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অভিযন্তা পিনাকী শঙ্কর কর বুধবার সাংবাদিকদের জানান, ২৮২ জন কর্মচারীর মধ্যে ২২৬ জন কর্মচারীর রিটেনশন এসে গেছে এবং এঁদের বেতনের বিল ইতিমধ্যে ট্রেজারিতে জমা দেওয়া হয়েছে। আগামী সোমবারের মধ্যেই ওই ২২৬ জন কর্মচারীর বেতন তাদের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। তবে বাকি যে ৫৬ জন কর্মচারীর রিটেনশন আসেনি এঁদের রিটেনশন বা বেতন সমস্যার সমাধান হতে কিছুটা সময় লাগবে বলে জানান পিনাকী কর।

এদিকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুবল লংমাইলাই জানান, ৫৬ জন কর্মচারীর বেতন সমস্যার সমাধান এখন পর্যন্ত হয়নি। এঁদের সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব অভিযন্তা পিনাকী শঙ্কর করের। আগামী সোমবারের মধ্যে যদি ওই ৫৬ জন কর্মচারীর বেতন সমস্যার সমাধান না-হয় তা-হলে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের কর্মচারী সংস্থা কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হবে, হুঙ্কার দেন সুবল লংমাইলাই।

জাতীয়তাবাদের শংসাপত্র বিজেপি থেকে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কটাক্ষ রাউতের

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে প্রাক্তন জোটসঙ্গী বিজেপির নিন্দায় মুখর হলেন শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দুত্বের শংসাপত্র বিজেপি থেকে নেওয়া দরকার নেই শিবসেনার বলে জানিয়েছেন তিনি।

বুধবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'গতকাল থেকে শুনে আসছি যে এই বিলকে (নাগরিকত্ব সংশোধনী) যারা সমর্থন করবে না তারা দেশদ্রোহী। আর যারা সমর্থন করবে, তারা দেশভক্ত।' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'এই বিলটি পাশ হলে কি অনুপ্রবেশকারিদের হটিয়ে দেওয়া হবে? উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিলে, তা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। এই সকল উদ্বাস্তুদের কি ভোটাধিকার দেওয়া হবে?'

উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করলেও বিলটি নিয়ে যে সংশয় রয়েছে তা দূর না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যসভায় বিলটিকে যে সমর্থন করবে না শিবসেনা মঙ্গলবার তা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সঞ্জয় রাউত।

মাস ঘুরতে চলল, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী-নিয়োজিত টাস্ক ফোর্স নিয়ে

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাজারে মূল্যবৃদ্ধির ওপর রাশ টানতে নবান্ন-র বৈঠকের পর এক মাস হতে চলল। দাম যাথে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে, তা দেখতে ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ-প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কার্যকরীতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

গত ১৫ নভেম্বর নবান্ন-র বৈঠকে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাখতে , তাতে আদৌ কাজের কাজ হয়েছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে। গত বুধবারের পর মুখ্যমন্ত্রী-নিয়োজিত টাস্ক ফোর্স কোনও বাজারে হানা দেয়নি। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে বুধবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমাদের লোকলস্কর কম। যতটা পেরেছি করেছি। শহরের নানা প্রান্তের বাজারে অভিযানে গিয়ে অবশ্যই লাভ হয়েছে। দাম কমেছে। আরও কমবে। গত বুধবার গিয়েছিলাম বাগুইহাটি বাজারে। কাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং স্থানীয় থানার পুলিশ নিয়ে যাব পুরনো নাগেরবাজার ও দমদম বাজারে।"রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, "পেঁয়াজের পাইকারি দাম ক'দিন আগেও ছিল প্রতি কেজি ১২০ টাকা। আজ তা ৮০ টাকায় নেমে এসেছে। নাসিকের নিলাম-মান্ডিতে প্রচুর পেঁয়াজ ঢুকছে। দাম দ্রুত কমবে বলে আশা করছি।"

ইসরোর নয়া সাফল্য, সফল উৎক্ষেপণ রিস্যাট-২ বিআর ১ এবং ৯টি উপগ্রহ

শ্রীহরিকোটা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মুকুটে নতুন পালকের সংযোজনউ পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)-সি ৪৮ রকেটের পিঠে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিল রিস্যাট-২ বিআর ১ এবং ৯টি কাস্টোমার স্যাটেলাইটউ বুধবার বিকেল ৩.২৫ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেশ সেন্টার থেকে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে রিস্যাট-২ বিআর ১ এবং ৯টি কাস্টোমার স্যাটেলাইটউ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) জানিয়েছে, রিস্যাট-২ বিআর ১ স্যাটেলাইটকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে সফলভাবে ইনজেক্ট করেছে পিএসএলভি-সি ৪৮উ

এছাড়াও ইজরায়েল, ইতালি, জাপান এবং আমেরিকার ৯টি বাণিজিক্য স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছেউ রাডার ইমেজিং আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট রিস্যাট-২ বিআর ১-এর ওজন ৬২৮ কিলোগ্রাম

এবার ট্রেনের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাবে ইসরো

কলকাতা,১১ ডিসেম্বর (হি.স.):ট্রেনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে এবার নয়া ব্যবস্থা নিলো পূর্ব রেল উ ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো)-র মাধ্যমে এবার থেকে ট্রেনের গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো হবে উ ট্রেনের গতিবিধির উপর নজর রাখতে ট্রেনগুলিতে রিয়েল টাইম ট্রেন ইনফরমেশন সিস্টেম নাম জিপিএস মেশিন বসাবে উ নতুন বছর থেকেই চালু হবে এই ব্যবস্থাউ

রেল মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে আগামী বছরের মধ্যেই পূর্ব রেলের সবকটি ট্রেনে এই ব্যবস্থা চালু হবে উ এই পরিষেবায় ইসরো তার কৃত্রিম উপগ্রহর মাধ্যমে ট্রেনের গতিবিধির উপর নজর রাখবে ও খবর পৌঁছে দেবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে যুব অধিকার পদযাত্রা আয়োজিত হল শ্যামবাজারে

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : সামাজিক সংগঠন উই আর দ্যা কমন পিপল—এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে যুব অধিকার পদযাত্রা আয়োজিত হল শ্যামবাজারে। সংগঠনের তরফ থেকে কাজের অধিকার কে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি এবং কাজ না দিতে পারলে মাসিক ছয় হাজার টাকা বেকার ভাতা প্রদান ,সমস্ত প্রতিযোগীতা মুলক পরীক্ষার ফর্ম এর দাম এবং সমস্ত রকম ফি প্রত্যাহার ,শিক্ষাকে কর্মসংস্থান মুখী করা সহ আট দফা দাবীতে এই যুব পদযাত্রা আয়োজিত হয়।

সংগঠনের তরফ থেকে সম্পাদক শুভজিৎ দত্তগুপ্ত জানান উক্ত দাবিগুলির সপক্ষে সংগঠনের তরফ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা চালানো হচ্ছে,নলোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে এই দাবী সনদ পাঠানো হয়েছে,এবং আলোচনায় বসা হয়েছে বিভিন্নরাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে।। দাবিগুলির সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন পরশ পাথর বাংলা ব্যান্ড এর অয়ন ব্যানার্জী।স্লোগান বিহীন এই মিছিল সমস্তটাই হয় প্রতিবাদী সংগীতের মাধ্যমে।

বাঁকুড়ায় স্ত্রীকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী

বাঁকুড়া, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার ঘুরঘুরিয়া এলাকায় বচসা চলাকালীন স্বামীর কুড়ুলের ঘায়ে মৃত্যু হল স্ত্রীর। পরে অনুশোচনায় গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামীও। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় এলাকা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, স্ত্রীর নাম মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬)।স্বামীর নাম রহিত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের একবছরের একটি মেয়েও আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ওই দম্পতি মধ্যে বচসা শুরু হয়। ঝগড়াঝাঁটি চলাকালীন রহিত, মন্দিরাকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে মাটি লুটিয়ে পড়ে মন্দিরা। স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখে ভয় পেয়ে যায় রোহিত। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় সে। এদিকে দীর্ঘক্ষণ অশান্তি চলার পর হঠাৎই সব চুপচাপ হয়ে যাওয়ায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা রহিত-মন্দিরার বাড়িতে এসে দেখেন ঘরের ভিতরে রক্তাক্ত অবস্থায় মন্দিরা পড়ে রয়েছেন। স্বামী বেপাত্তা। তবে কিছুক্ষণ পরে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে রহিতকে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অনুমান, রাগের মাথায় মন্দিরাকে আঘাত করেছিল সে।

ঠাণ্ডা বাড়ছে রাজধানীতে, দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতই

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা বাড়ছে রাজধানী দিল্লিতেউ দিল্লির পাশাপাশি ঠাণ্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারতউ বুধবার ৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রাউ বুধবার সকাল থেকেই শীতল ঠাণ্ডা হাওয়া কাঁপন ধরিয়েছে শরীরেউ জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়লেও, রাজধানী বাতাস এখনও দূষিতইউ দিল্লি আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ সকাল আটটা নাগাদ আর্দতা ছিল ৯২ শতাংশউ ঠাণ্ডা বাড়লেও বাতাস এখনও দূষণের কবলে, সকাল ৮.৪১ মিনিট নাগাদ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৯৯।

দিল্লিতে এখনও খুব বেশি ঠাণ্ডা না পড়লেও, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীরে ছক্কা হাঁকাচ্ছে শীতউ পঞ্জাব, হরিয়ানাতেও ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে ঠাণ্ডাউ বুধবারই হালকা তুষারপাত হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের উঁচু পার্বত্য অঞ্চলেউ রাতের তাপমাত্রাও নামছে কাশ্মীরেউ বুধবার তুষারপাত হয় উত্তর কাশ্মীরের গুলমার্গ, দক্ষিণ কাশ্মীরের পহেলগাম এবং সেন্ট্রাল কাশ্মীরের সোনমার্গে।

বাংলাদেশে প্লাস্টিকের কারখানায় অগ্নিকাণ্ড, দগ্ধ কমপক্ষে ২০ জন

ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডউ আগুনে দগ্ধ হয়ে কমপক্ষে ২০ জনউ বুধবার বিকেল ৪.১৫ মিনিট নাগাদ কেরানীগঞ্জ উপজেলার চুনকুটিয়া এলাকায় অবস্থিত 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিনউ দগ্ধ অবস্থায় কমপক্ষে ২০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার বিকেল ৪.১৫ মিনিট নাগাদ চুনকুটিয়া এলাকায় অবস্থিত 'প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এর কারখানায় আগুন লাগেউ কারখানার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিনউ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন, তাঁদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে

তিন নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প বলছে অরুণিমার 'তুমি ও তুমি'

কলকাতা,১১ ডিসেম্বর (হি.স.):বর্তমান সমাজে আজও মেয়েদের দুর্বল ভাবা হয় উ অনেকেই মনে করেন মেয়েদের নিজেদের কোনও পরিচয় হয়না, তাঁদের নিজেদের কোনও বাড়ি হয় না উ আর এই ধরেনের ঘটনায় অনেকেই হীনমন্যতায় ভোগে উ তবে,মেয়েরাও কোনও অংশে কম নয় ছেলেদের থেকে উ এরকমই তিন ঘটনা নিয়ে হাজির হয়েছেন পরিচালক অরুনিমা দে তার নতুন ছবি 'তুমি ও তুমি' নিয়েউআজ বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে মুক্তি পেল 'তুমি ও তুমি'-র ট্রেলার ও গান উ তিনটি গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে 'তুমি ও তুমি'উ ছবির গল্পের প্রথম স্তর, একটি কন্যার জন্ম থেকে কৈশোর পর্যন্ত, মেয়েদের বিবাহিত জীবন নিয়ে ছবির পরবর্তী স্তর এবং শেষে বার্ধক্যউ প্রথমে বাবা-মায়ের স্নেহ-শাসনে, তারপরে স্বামীর, আর শেষে ছেলে-বউমার অধীনেউ প্রথমে 'গুঞ্জনের গল্প', তারপর 'সিঁদুরের গল্প', সব শেষে 'আশালতা-মণিময়ের গল্প' নিয়ে তৈরী হয়েছে 'তুমি ও তুমি'উ প্রৌঢ় আশালতার চরিত্রে দেখা যাবে লিলি চক্রবর্তীকে ও 'মণিময়' —এর চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেউ আশালতার বউমা 'সুজাতা' চরিত্রে অভিনয় করছেন মৌসুমী দাসউ তিনটি গল্পে অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অনুরাধা রায়, রজত গঙ্গোপাধ্যায়, অর্পিতা দত্তচৌধুরী, রূপকথা দাশগুপ্ত ছাড়াও আরও অনেকে

বুধবার বামফ্রন্ট আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাগুইআটিতে নালা থেকে উদ্ধার ক্যাব চালকের দেহ, অপরাধীদের সন্ধানে পুলিশ

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): বাগুইআটিতে ড্রেন থেকে ক্যাব চালকের রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করল পুলিশঊ বাগুইআটির ঝিলপাড় এলাকার ঘটনাঊ মৃত ক্যাব চালকের নাম হল-রাজা দাসঊ বুধবার সকালে ড্রেনে ক্যাব চালক রাজা দাসের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন পুরকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারাঊ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেঊ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, পিটিয়ে খুন করা হয়েছে রাজাকেঊ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার সকালে সাফাইয়ারে কাজে এসেছিলেন পুরকর্মীরাঊ পুরকর্মীরা দেখতে পান বাগুইআটির ঝিলপাড় এলাকায় ড্রেনের মধ্যে পড়ে রয়েছে এক যুবকের দেহঊ

তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বাগুইআটি থানায়ঊ পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করেঊ স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই যুবকের নাম রাজা দাসঊ বাড়ি বাগুইআটির ঝিলপাড় এলাকা থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরেঊ রাজা পেশায় ক্যাব চালকঊ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, ওই যুবকের জামাকাপড় ছেঁড়া ছিলঊ দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিলঊ প্রাথমিকত তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, অন্য কোথাও খুন করার পর দেহ ড্রেনে ফেলে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরাঊ অপরাধীদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ

মালদায় আমবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া তরুণীর পরিচয় মিলল

মালদা, ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : মালদার আমবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া মৃত তরুণীর পরিচয় মিলল। তরুণীর বাড়ি শিলিগুড়ির অম্বিকানগরে। বুধবার ওই তরুণীর মা ও অন্য আত্মীয়রা মালদায় যান। সেখানে তরুণীর আংটি, হাতের বালা দেখে তাঁকে চিহ্নিত করেন তাঁর মা। ওই তরুণী ২ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন। শিলিগুড়িতে নিখোঁজ ডায়ারিও করা হয়। তরুণীর মা জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে হলেও পরে ডিভোর্স হয়ে যায়। দুই সন্তানও রয়েছে তরুণীর। তরুণীর এক বান্ধবী জানিয়েছেন, এক যুবকের সঙ্গে দেখা করতে তিনি মালদায় এসেছিলেন। ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত এক মহিলা সহ পাঁচজনকে আটক করেছে। তবে এই নিয়ে পুলিশ কিছু জানাতে চায়নি। গত বৃহস্পতিবার ভোরে মালদার কোতুয়ালির ধানতলা এলাকায় একটি আমবাগানের মধ্যে ওই তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয় পুরুষের এক জোড়া জুতো ও দেশলাই কাঠি। ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর থেকেই তরুণীর পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, ওই তরুণী স্থানীয় কেউ নয়। প্রায় এক সপ্তাহ পর অবশেষে তরুণীর পরিচয় মিলল।

তেজস্বী যাদব

আটের পাতার পর

স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা যায় নাঊ' এরপরই নীতীশ কুমারকে আক্রমণ করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পরবর্তী দিনই, সিএবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বেশ কয়েকজন জেডিইউ নেতাঊ সবটাই নাটকঊ নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা নেই জেডিইউ-র কোনও নেতারঊ শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার লোভেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করেছেন নীতীশ কুমারঊ'

হতাহতের খবর নেই

আটের পাতার পর

বাগরাম জেলার জান কাদাম এলাকায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে অনতিদূরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়ঊ

বিস্ফোরণের পরই সুরক্ষা বাহিনী এবং হামলাকারীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়ি, বেশ কয়েকটি বাড়ির কাঁচও ভেঙে যায়ঊ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনঊ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দিঘায় কনভেনশন সেন্টারে বেঙ্গল বিজনেস সামিট

দিঘা ১১ ডিসেম্বর (হি. স.) : বুধবার থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় আয়োজিত হচ্ছে দুই দিনের বেঙ্গল বিজনেস সামিট। যেখানে হাজির থাকছেন বহু তাবড় তাবড় শিল্পপতির দল। আর এই সামিটেই হয়তো বিনিয়োগের নতুন মডেল উঠে আসতে চলেছে বলে ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। এদিন দিঘার আন্তর্জাতিক কনভেনশান সেন্টারে এসে বিজনেস সামিটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পর উচ্ছ্বসিত রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, দিঘার ৭ কিমি লম্বা মেরিন ড্রাইভ অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে পর্যটকদের জন্য। যারা গোয়ায় বেড়াতে যান তাঁরা দিঘায় এলে অবাক হয়ে যাবেন, কত উন্নত হয়েছে দিঘার পরিকাটামো। অর্থমন্ত্রীর দাবী, দিঘার মতো এমন উন্নতমানের কনভেনশান সেন্টার যথেষ্ট আকর্ষণীয়। যেখানে এক হাজার মানুষের বসার বন্দোবস্ত হয়েছে। আবার যারা ভেতরে যেতে পারলেন না তাঁদের জন্য হলের বাইরে থাকছে এলইডি টিভির বন্দোবস্ত।

বিভিন্ন গ্রাম উপদ্রুত

● প্রথম পাতার পর

স্ট্যান্ডেও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। বনধ সমর্থকরা আজ ৩টি গাড়িতে ভাংচুর করেছে। ওই ৩টি গাড়ি বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হতে আশঙ্কায় খোয়াই মহকুমায় পদ্মবিল, বাচাইবাড়ি, বাইজলবাড়ি এবং চাম্পাহাওর এলাকায় মহকুমা প্রশাসন ৪৮ ঘন্টার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে।

এদিকে ধলাই জেলার আমবাসাতেও বনধের জেরে পরিস্থিতি প্রচন্ড উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। বনধ সমর্থক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জন আহত হয়েছেন। এদিন সকালে বনধ সমর্থকরা ডলুবাড়ি এবং দেড়মাইল এলাকায় গাড়িতে ভাংচুর করেছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, দুপুর দেড়টা নাগাদ আমবাসা বাজারে বনধ সমর্থকরা দোকানপাট বন্ধ করার জন্য হুমকি দেন। তাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে যান। জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, তিনদিন ধরে বনধের জেরে ব্যবসা লাটে উঠেছে। তাই, আজ আমরা দোকান খুলেছিলাম। কিন্তু, বনধ সমর্থকদের হুমকির মুখে দোকান খুলে রাখার সাহস জুটাতে পারিনি আমরা। তিনি বলেন, এই অরাজক পরিস্থিতি আর মেনে নিতে পারছিলাম না, তাই আমবাসা বাজারে সহস্রাধিক ব্যবসায়ী মিলে বিক্ষোভ মিছিল করেছি।

পুলিশ জানিয়েছে, আমবাসা রেল স্টেশন সংলগ্ন আনন্দবাজারে বনধ সমর্থকরা তিনটি দোকানে লুটপাট করেছে এবং একটি দোকানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তারা রেল স্টেশনে যাওয়ার পথে চান্দ্রাইছড়া এলাকায় উত্তেজিত জনতা দুইজন বনধ সমর্থককে মারধর করেন। তাতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। দুইদিক থেকে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকেন উভয়েই। বনধ সমর্থক ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রচুর পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়। নিরাপত্তা বাহিনীকে আসতে দেখে সকলেই পালিয়ে যান। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রয়েছে বলে জানিয়েছেন আমবাসা মহকুমা শাসক। মহকুমা জুড়ে শীগ্রই ১৪৪ ধারা জারি হতে পারে বলেও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরায় তৃতীয় দিনেও চলছে বনধ। আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে পিকেটাররা বনধের সমর্থনে প্রদর্শন করছেন। এদিকে, ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা পুরো স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি লোক্যাল ট্রেন আজও বাতিল হয়েছে। যানবাহন চলাচল করলেও স্বাভাবিকের তুলনায় রাস্তায় অনেক কম দেখা যাচ্ছে। প্রত্যন্ত এলাকায় দোকানপাট, বাজারহাটে বনধের প্রভাব পড়েছে। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাও বাতিল করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, বনধ ত্রিপুরায় এক দমবন্ধকর অবস্থা হয়েছে। এরই মাঝে গুজব এড়াতে গতকাল থেকে ৪৮ ঘন্টার জন্য মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

আজ ওই বিলের বিরোধিতায় সকালে আগরতলায় উত্তর গেইট এলাকায় অবরোধ করেন বনধ সমর্থকরা। জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল (জেএমএসিএবি) সংগঠন অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ পালন করছে। এই সংগঠনে বিভিন্ন উপজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল এবং অরাজনৈতিক সংগঠন যুক্ত রয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর থেকে তারা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ত্রিপুরায় বনধ পালন করছে। গতকাল বনধকে ঘিরে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

এখনো মনুঘাট এবং কাঞ্চনপুরে পরিস্থিতি থমথমে রয়েছে। মনুঘাটে আজ সকালে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে গোটা লংতরাইভ্যালিতে ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, মহকুমা জুড়ে প্রচুর নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমায় আনন্দবাজারে বিএসএফ নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া, কাঞ্চনপুরে অসম রাইফেলস আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ভার সামলাচ্ছে। অবশ্য, ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরাও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে।

পাশ সিএবি

● প্রথম পাতার পর

মুখর হয়েছে। উত্তরপূর্বের প্রত্যেকটি রাজ্য এর বিরোধিতা করে চলেছে। লোকসভা যেসব রাজনৈতিক দল এই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করবেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অসাংবিধানিক কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সেই কাজ থেকে বিরত থাকাই আমাদের কর্তব্য।' বিলটি সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন তিনি। পি চিদম্বরম আরও জানিয়েছেন, সরকারের দাবি এই বিলের পক্ষে রয়েছে ১৩০ কোটি মানুষ। কিন্তু অসম সহ গোটা উত্তরপূর্ব এই বিলের বিরোধিতা করেছে। সমাজকর্মী, বৈজ্ঞানিক, লেখক এই বিলের বিরোধিতা করছে।

নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আগের সরকার বিষয়টি ভাবলে এই বিল পেশের কোনও প্রয়োজন পড়ত না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারে অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, শুধুমাত্র দেশ চালানোই নয়। ভুলগুলিকে সংশোধন করে সঠিক কাজ করবে কেন্দ্র। ৫০ বছর আগে বিলটি পেশ হলে, পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করত না।

ভারতের মুসলমানেরা যে ভাল অবস্থায় রয়েছে তার উদাহরণ তুলে ধরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, ভারতের প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের পদেও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ আসীন হয়েছিলেন।

বুধবার অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'লিয়াকত-নেহেরু চুক্তির ধারাগুলিকে মানেনি প্রতিবেশী দেশ। প্রতিটি সরকারের উচিত এই ধারাগুলিকে ব্যবহারিক ভাবে কার্যকর করা।'

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৫০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের মধ্যে চুক্তি হয়। যা দুই দেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলেছিল।

এদিন অমিত শাহ বলেন, ইউপিএ আমলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে রাজস্থান সরকার চিঠি দিয়েছিল, সেই চিঠিতে দুই পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু ও শিখদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু বর্তমানে দুই থেকে সেই সংখ্যাটা ছয় করা হয়েছে।

অমিত শাহ জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা প্রথমে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছে। তারপর ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। ভারতে সরাসরি রোহিঙ্গারা আসেনি। ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করতেই এই বিলের পেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা অমুসলমান সম্মানজনক জীবন দিতে এই বিলের পেশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে এই বিল কোনও ভাবেই সংবিধানে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করছে না। প্রসঙ্গত এদিন ভোটদান থেকে বিরত থেকে শিবসেনা।

আফগানিস্তানে জোরালো বিস্ফোরণে মৃত্যু মহিলার, জখম কমপক্ষে ৬২ জন

কাবুল, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানঊ বুধবার সকালে (স্থানীয় সময়) আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় বাগরাম জেলায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দও শোনা যায়ঊ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে একজন মহিলারঊ এছাড়াও জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৬২ জন সাধারণ নাগরিকঊ

প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র ওয়াহিদা শাহকার জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ বাগরাম জেলার জান কাদাম এলাকায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে অনতিদূরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়ঊ বিস্ফোরণের পরই সুরক্ষা বাহিনী এবং হামলাকারীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ বিস্ফোরণে প্রাণ হারান একজন মহিলা, এছাড়াও ৬২ জন সাধারণ নাগরিক জখম হয়েছেনঊ বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়ি, বেশ কয়েকটি বাড়ির কাঁচও ভেঙে যায়ঊ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনঊ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনিঊ

বাগরাম জেলার গভর্নর আব্দুল শাকুর কুদৌসি জানিয়েছেন, একটি হাসপাতালের (হাসপাতালটি এখনও চালু হয়নি) বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে ছিল হামলাকারীরাঊ বিস্ফোরণের পরই সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় ৭ জন হামলাকারীরঊ বিকট বিস্ফোরণের শব্দে স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েনঊ বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটিই হামলাকারীদের নিশানায় ছিলঊ বিস্ফোরণের জন্য বিস্ফোরক ভর্তি চারটি গাড়ি এবং দু'টি ডিটোনেটর ব্যবহার করা হয়েছিল

দুর্নীতি মামলায় স্বস্তি পেলেন আসিফ জারদারি, ইসলামাবাদ হাইকোর্টে জামিন মঞ্জুর

ইসলামাবাদ, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): দুর্নীতি মামলায় স্বস্তি পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টির সুপ্রিমো আসিফ আলি জারদারিঊ মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে বুধবার আসিফ আলি জারদারিকে জামিন প্রদান করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টঊ ভুয়ো অ্যাকাউন্ট মামলায় অভিযুক্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিঊশারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে (মেডিক্যাল গ্রাউন্ড) ইসলামাবাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারিঊ বুধবার মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে জারদারিকে জামিন প্রদান করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চঊ ১০ মিলিয়ন টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আসিফ আলি জারদারিকে জামিন প্রদান করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চঊচলতি বছরের ১০ জুন জারদারিকে গ্রেফতার করেছিল ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (ন্যাব)ঊ কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গত মাসে বিচার বিভাগীয় হেফাজত থেকে ইসলামাবাদের পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ ভর্তি করা হয় জারদারিকেঊ হৃদরোগে এবং ডায়াবেটিসে ভুগছেন জারদারি, গত সপ্তাহেই ইসলামাবাদ হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিলেন তিনিঊ বুধবার মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে জারদারিকে জামিন প্রদান করেছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চ

গুলিবিদ্ধ যুবক

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন চিকিৎসকরা।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ছুঁটে গেছে। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপারও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তার শরীরি গুলি কিভাবে লাগলো তা বলতে পারছে না পুলিশ। কারণ, আহত যুবক কোনও বয়ান দিতে পারেননি। এদিকে, খাসিয়ামঙ্গল এলাকায় বিশ্বজিৎ সূত্রধর গুলতির আঘাতে আহত হয়েছেন।

তুললো বামফ্রন্ট

● প্রথম পাতার পর

আইএনপিটি, আইপিএফটি, এনসিটি এবং টিএসএফ তাদের দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ মানছে না। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে তিনি অভিযোগের আঙুল তুলে। রাজ্যে হিন্দু, মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি করে দেশের অখন্ডতা বিনষ্ট করার চক্রান্ত চলেছে বলে বামফ্রন্ট কমিটি অভিযোগ করেন। বিজনবাবু আরও বলেন, বর্তমান সরকার তিনব্যাপী বিক্ষোভ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এজন্য রাজ্য সরকারের কাছে জবাবদিহি করেছে বামফ্রন্ট কমিটি। বামফ্রন্ট কমিটি রাজ্যের শান্তিকামী জনগণের কাছে বিনিতভাবে আবেদন জানিয়েছে অতিতের ঐতিহ্য জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের সম্প্রীতির বন্ধন অক্ষুন্ন রাখার জন্য। বিজনবাবু আন্দোলনকারীদের হিংসার পথ পরিহার করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবি দাওয়া আদায়ের পথ বেছে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

সংযুক্ত মঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

তাই, খুব শীগ্রই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে তাঁদের দেখা করার বন্দোবস্ত করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, গণতান্ত্রিকভাবে আলোচনায় ইতিবাচক ফল মিলেছে। তবে, বনধকে ঘিরে ত্রিপুরায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। ভবিষ্যতে এধরণের ঘটনা এড়ানো যায় তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, বলেন তিনি।

এদিন সংযুক্ত কমিটির কনভেনর এন্থনি দেববর্মা, বিজয় কুমার রাঙ্খল সহ অন্যান্য সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এন্থনি দেববর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বনধ ডেকেছিলাম। কিন্তু, এখন মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন ওই বিল নিয়ে আমাদের বক্তব্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। তিনি আমাদের সাথে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠকের বন্দোবস্ত করবেন। তাই, অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ আপাতত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, টানা তিনদিন ধরে ত্রিপুরায় বনধ পালন করা হচ্ছে। আজ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তার সমাপ্তি হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, শীগ্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিকে ফিরবে। অবশ্য, আগামীকাল যুব কংগ্রেস ১২ ঘন্টার ত্রিপুরা বনধ ডেকেছে। ফলে, আগামীকালও ত্রিপুরায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকবে বলেই মনে হচ্ছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সমস্ত জেলা শাসকদের আট জেলায় শান্তি বৈঠকের বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হবে। পাশাপাশি, মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা পুনরায় চালু করার বিষয়ে ভেবে দেখা হবে।

অপরদিকে, রাজ্যের জনগণের স্বার্থে বনধ প্রত্যাহার করুন এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায় ত্রিপুরায় তিনদিন ধরে বনধ চলছে। তাতে, একাধিক স্থানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ, মারধরের ঘটনায় একাধিক সাধারণ জনগণ আহত হয়েছেন। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বনধ সমর্থক এবং সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ওই আবেদন রেখেছেন।

এদিন রাজ্যের সাম্পতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল অংশের জনগণ বিশেষ করে প্রতিটি রাজনৈতিক দল, সংগঠন, সংস্থাসহ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের কাছে রাজ্যে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, সম্প্রতি কয়েকটি সংগঠন রাজ্যে বনধ ডেকে কিছু কিছু জায়গায় জনজীবনে বিড়ম্বনা ডেকে এনেছেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিঘ্নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, যা কখনই কাম্য নয়। তিনি বলেন, জনগণের স্বার্থে অবিলম্বে এই বনধ প্রত্যাহার করার জন্য আমি বনধের আহ্বানকারীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি সমস্যার সমাধানে আলোচনার দরজাও খোলা রেখেছি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার যে কোন সময় আলোচনায় প্রস্তুত। তাঁর আর্জি, ত্রিপুরার উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আসুন আমরা সকলে মিলে জনজীবনে স্বাভাবিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখি।

সাংবাদিক আক্রান্ত, শাস্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ।। সংবাদ সংগ্রহ করতে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে গেলে আজ সন্ধ্যায় পুলিশের লাঠিচার্জে আহত হয়েছেন ৩ জন কর্মরত সাংবাদিক। ঘটনার খবর পেয়ে প্রেসক্লাবের সম্পাদক ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত সাংবাদিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। প্রেসক্লাবের সম্পাদক এই ঘটনা নিয়ে কথা বলেন জেলার পুলিশ সুপার ও এসডিপিওএর সাথে। লাঠি চার্জ আহত সাংবাদিকদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়। পাশাপাশি লাঠিচার্জে যুক্ত আরক্ষা কর্মীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গ্রহণের দাবী জানানো হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দৃষ্টি আকর্ষন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর্মরত সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দাবী জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে ত্রিপুরা ওয়াকিং জার্নালিস্টচ এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

মুসলিমরা ভারতীয় নাগরিক, তাঁদের প্রতি কোনও বৈষম্য নয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): লোকসভায় অনায়াসেই পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) ২০১৯ঊ এবার অগ্নি পরীক্ষা রাজ্যসভায়ঊ বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ এদিন রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছেঊ তাঁদের হয়তো খুন করা হয়েছে অথবা ভয়ে ভারতে এসে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেনঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ভারতীয় মুসলিম বিরোধী বলে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছেঊ আমি জানতে চাই এই বিল কীভাবে ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কিত? তাঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং সর্বদা ভারতীয় নাগরিকই থাকবেন, তাঁদের প্রতি কোনও বৈষম্য নয়ঊ।

ভারতীয় মুসলিমদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বিল নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই ভারতীয় মুসলিমদেরঊ আপনাদের কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেও, ভয় পাবেন নাঊ সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা পাবেনঊ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, '১৯৮৫ সালে অসম চুক্তি হয়েছিলঊ রাজ্যের স্বদেশী সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য ৬ নম্বর ধারায় বিধান রয়েছেঊ আমি আশ্বস্ত করতে চাই, ৬ নম্বর ধারা তত্ত্বাবধানের জন্য কমিটির মাধ্যমে অসমের অধিকার রক্ষা করবে এনডিএ সরকারঊ সমস্ত অসম ছাত্র ইউনিয়ন এই কমিটির অংশঊ এই বিল মিজোরামে প্রযোজ্য হবে নাঊ গোটা বিশ্বের মুসলিম অভিবাসীদের নাগরিকত্ব দিতে পারবে না ভারতঊ নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের কথা মাথায় রেখেই এই বিলঊ।

অন্যদিকে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ভারতীয় সংবিধানের উপর হামলা, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণঊ এই বিল ভারতের আত্মাকে আঘাত করেঊ আমাদের সংবিধান ও গণতন্ত্রের পরিপন্থীঊ নৈতিকতার পরীক্ষাতেও ব্যর্থঊ' সিএবি-র বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা আরও বলেছেন, 'আমাদের ধর্ম অনুযায়ী, আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে দেখা করিঊ সুতরাং যদি সর্দার প্যাটেল মোজীজীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি ক্ষুব্ধ হবেন, গান্ধীজী অবশ্যই ক্ষুব্ধ হবেন, প্যাটেলও ভীষণ ক্ষুব্ধ হবেন।

লোকসভার মতোই রাজ্যসভাতেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ)ঊ জেডিইউ সাংসদ আর সি পি সিং জানিয়েছেন, 'আমরা এই বিলকে সমর্থন করবঊ বিলটি খুবই স্পষ্ট, এই বিল অনুযায়ী আমাদের প্রতিবেশী দেশের নিপীড়িত সংখ্যালঘুরা নাগরিকত্ব পাবেন, তবে ভারতীয় মুসলিম ভাইয়ের নিয়ে যাবতীয় আলোচনা চলছেঊ' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির সাংসদ ডা. কে কেশব রাও বলেছেন, 'এই বিল প্রত্যাহার করা উচিত।

আফগানিস্তানে বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে বিস্ফোরণ ও গুলির লড়াই, হতাহতের খবর নেই

কাবুল, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানঊ বুধবার সকালে (স্থানীয় সময়) আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় বাগরাম জেলায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দও শোনা যায়ঊ তবে, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ

প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র ওয়াহিদা শাহকার জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ বাগরাম জেলার জান কাদাম এলাকায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে অনতিদূরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়ঊ বিস্ফোরণের পরই সুরক্ষা বাহিনী এবং হামলাকারীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়ঊ যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে কেঁপে ওঠে ঘর-বাড়ি, বেশ কয়েকটি বাড়ির কাঁচও ভেঙে যায়ঊ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনঊ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি

পাকিস্তানের সুরে কথা বলছে কিছু বিরোধীরা, সিএবি নিয়ে নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর প্রতিবাদে সুর চড়াচ্ছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আরজেডি, সমাজবাদী পার্টি-সহ প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলঊ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানওঊ এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) নিয়েই বিরোধীদের নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'পাকিস্তানের সুরে কথা বলছে কিছু বিরোধীরাঊ' একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল একটি ঐতিহাসিক বিলঊ ধর্মের ভিত্তিতে নিপীড়িত মানুষদের জন্য এই বিল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবেঊ

রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ হওয়ার আগে, বুধবার সকালে সংসদের লাইব্রেরিতে বৈঠকে বসে বিজেপির সংসদীয় পার্টিঊ সংসদীয় পার্টির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. হর্ষবর্ধন প্রমুখঊ বিজেপির সংসদীয় পার্টির বৈঠকেই বিরোধীদের নিন্দা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পাকিস্তানের সুরে কথা বলছেন কিছু বিরোধীরাঊ' বিজেপির সংসদীয় পার্টির বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাহ জোশি জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই বিল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

বৃদ্ধিরও প্রবণতা

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, বহিঃরাজ্য থেকে তিনদিন ধরে সব্জি আসছে না। ফলে, বাজারে ইতিমধ্যেই প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিস্থিতি এরই মধ্যে স্বাভাবিক না হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আই লিগের প্রথম জয় পেল মোহনবাগান

নদীয়া, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুনজ গঞ্জালেসের জোড়া গোলের সৌজন্যে ট্রাউয়ের বিরুদ্ধেই আই লিগের প্রথম জয় পেল কিবু ভিকুনার মোহনবাগান। প্রথম ম্যাচে আইজলের কাছে আটকে গিয়েছিলেন দেবজিৎরা। দ্বিতীয় ম্যাচে চার্চিলের কাছে আবার মুখ থুবড়ে পড়েছিল বাগান। ভিকুনাকে লক্ষ্য করে মাঠেই ওঠে গো ব্যাক স্লোগান। প্রশ্ন উঠে যায় গঙ্গাপারের ক্লাবে কিবুর ভবিষ্যৎ নিয়েও।

এমন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে জয়ের সরণিতে ফেরা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছিল গোটা শিবিরের কাছে। আই লিগে ট্রাউ নতুন হলেও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করেননি ভিকুনা। সমস্ত ছক কষেই মাঠে নামিয়েছিলেন ফুটবলারদের। বুধবারয় দলকে চাঙ্গা করতে কল্যাণী স্টেডিয়াম ভরিয়েছিলেন সমর্থকরা। তাঁদের আজ আর হতাশ হতে হয়নি। বিপক্ষের জালে চার-চারবার বল জড়িয়ে দিল মোহনবাগান। আর প্রত্যেকটি গোলই হল ফিল্ড পজিশন থেকে।

শুরুতেই দলকে এগিয়ে দেন গঞ্জালেস। পরের গোলটিও তাঁর। মাঠমাঝ ও উইং সচল থাকাতে গোল পেলেন সুহেরও। আর দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে ফায়াজের ক্রস থেকে দুর্দান্ত হেডারে ট্রাউয়ের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলেন শুভ ঘোষ।

বাগান রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ বিপক্ষ স্ট্রাইকাররা। আই লিগে প্রথম জয়ে ফেরা স্বাভাবিকভাবে আত্মবিশ্বাসও ফেরাল শিবিরে। তবে এখন সবে শুরু। এখনই কোচ দূরের ভাবনা ভাবতে রাজি নন। একটা একটা করে ম্যাচ এভাবেই এগোতে চাইছেন তিনি। উলটো দিকে পরপর দুটি ম্যাচ হারায় পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি ট্রাউ।

শিখর ধাওয়ানের পরিবর্তে একদিনের সিরিজ দলে ঢুকলেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : চোটের কারণে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ থেকে শিখর ধাওয়ান বাদ পড়লেন বলে বুধবার সরকারিভাবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই জানাল। এদিন বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের সিরিজে খেলবেন না ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ান। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর চেন্নাইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ১৮ ও ২২ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনম এবং কটকে।

সম্প্রতি শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলার সময় হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন ধাওয়ান। এজন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে টি-২০ সিরিজ থেকে বাদ পড়েন তিনি। আশা করা হয়েছিল, সুস্থ হয়ে একদিনের দলে ফিরবেন তিনি। কিন্তু তেমনটা হল না। বুধবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, ধাওয়ানের সেলাই শুকিয়ে গিয়েছে। চোটও সেরে উঠছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ম্যাচ ফিট হতে তাঁর আরও কয়েকটা দিন সময় লাগবে।

সেই কারণেই তাঁকে দলে না রাখার সিদ্ধান্ত। তাঁর পরিবর্তে দলে সুযোগ পেয়েছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। ধাওয়ানের পরিবর্ত হিসেবে মায়াঙ্কের পাশাপাশি দৌড়ে ছিলেন সঞ্জু স্যামসন এবং শুভমান গিল। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করা মায়াঙ্ককেই বেছে নেন জাতীয় নির্বাচকরা। চলতি বছর এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পরিবর্ত হিসেবে দলে ডাক পেলেন তিনি। এর আগে বিশ্বকাপে চোট পাওয়া বিজয় শংকরের বদলি হিসেবে ইংল্যান্ড উড়ে গিয়েছিলেন তিনি। আপাতত রনজি ট্রফিতে কর্ণাটকের হয়ে খেলছেন মায়াঙ্ক। একনজরে একদিনের সিরিজের ভারতীয় দল : বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা (সহ-অধিনায়ক), মায়াঙ্ক আগরওয়াল, কে এল রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ার, মণীশ পাণ্ডে, ঋষভ পন্থ, শিবম দুবে, কেদার যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, দীপক চাহার, মহম্মদ শামি এবং ভুবনেশ্বর কুমার।

মুম্বইয়ে টস হেরে শেষ টি-২০ ম্যাচে ব্যাটিং শুরু করল টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : সিরিজের শেষ টি-২০ ম্যাচেও টসে হার বিরাট কোহলির। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপের পর ভারতের প্রথম সিরিজ ছিল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে।

তার পর ঘরের মাঠেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্বপ্ন দেখিয়ে দল। কিন্তু সেই ঘরের মাঠেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে হারের মুখ দেখতে হয়েছে বিরাটদের। প্রথম ম্যাচ হায়দ্রাবাদে দাপটের সঙ্গেই জিতে নিয়েছিল ভারত। সেখানে একাহাতেই ম্যাচকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। ৫০ বলে অপরাজিত ৯৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ শেষ করেছিলেন ভারত অধিনায়ক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ছুটি কাটানোর পর এই সিরিজে তিনি আবার ফেরেন। সেই ম্যাচে তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করে গিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল। দুই ম্যাচেই ফর্মের ধারে কাছে পাওয়া যায়নি ওপেনার রোহিত শর্মাকে। এই অবস্থায় তৃতীয় ম্যাচ জিততে গোটা দেশ তাকিয়ে থাকবে অধিনায়কের দিকেই।

ভারতের প্রথম একাদশ: রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি (ক্যাপ্টেন), ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), শ্রেয়স আইয়ার, শিবম দুবে, মহম্মদ শামি, ওয়াশিংটন সুন্দর, দীপক চাহার, ভুবনেশ্বর কুমার ও কুলদীপ যাদব।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম একাদশ: লেন্ডল সিমন্স, এভিন লুইস, ব্র্যান্ডন কিং, শিমরন হেটমায়ার, কায়রন পোলার্ড (ক্যাপ্টেন), নিকোলাস পুরান (উইকেটকিপার), জেসন হোল্ডার, খারি পিয়ের, কেসরিক উইলিয়ামস, শেলডন কটরেল, হেডেন ওয়ালস।

বিডব্লুএফ-র ফাইনালের পদক ধরে রাখতে কঠিন লড়াইয়ের সামনে পিভি সিন্ধু

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা জয়ের পর থেকে খারাপ ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। তবে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে। নিজের পদক ধরে রাখতে চাইছেন সিন্ধু। গত আগস্টে সুইজারল্যান্ডের বাসেলে বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর জয় করেন। কিন্তু তার পর থেকে পুরোপুরি ফর্মের ধারে কাছে ছিলেন না তিনি। অলিম্পিকের রুপো জয়ী ভারতীয় তারকা শাটলার জুলাইয়ে ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার ৭৫০-র ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। এ ছাড়া কোরিয়া ওপেন ও চায়না ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। তার পর চায়না ওপেন সুপার ১০০০, ডেনমার্ক ওপেন সুপার ৭৫০ ও হংকং ওপেন সুপার ৫০০-এ দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন। ফরাসি ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন তিনি।

বিডব্লুএফ-এর সেরা আট জন গুয়াংঝৌ ব্যাঙ্কিং কোয়ালিফায়ারে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালে যাবেন।

এবার সিন্ধু রয়েছেন গ্রুপ এ-তে চিনের চেন ইউ ফেই ও হে বিং জিয়াও, জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির সঙ্গে। গ্রুপ বি-তে রয়েছেন, তাইওয়ানের তাই জু ইং, থাইল্যান্ডের রাচানক এন্তানন ও বুসানান অংবারুংফান এবং জাপানের নোজোমি ওকুহারা।

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মোহনবাগান তারকা শিল্টন পাল

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : আই লিগ অভিযানের মধ্যেই আজ বুধবার নিজেকে সাতপাঁকে বাঁধতে চলেছেন মোহনবাগান তারকা শিল্টন পাল। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা সায়না মণ্ডলের সঙ্গে ছাঁদনাতলায় বসতে চলেছেন শিল্টন। সামনে আই লিগের বেশ ক'টা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচও রয়েছে। তবে এত কিছুর মধ্যেও শিল্টন কিন্তু জীবনের 'সেরা গোল' সেভ করতে প্রস্তুত। এরআগে হবু বউয়ের মন পেতে ডার্বি জয় করতে হয়েছিল বছর একত্রিশের ফুটবল ময়দানের এই হার্টথ্রবকে। বছর সাতেক আগে লাভস্টোরিটা শুরু হয়েছিল খানিক ফিল্মি কায়দাতেই। ডার্বি সেরা হওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই সায়নার ফোন নম্বর পেতে হয়েছিল শিল্টনকে। শর্ত সামনে পেয়ে কিন্তু একেবারেই দমে যাননি মোহনবাগানের ময়দানি বাজপাখি। বরং, বুক চিতিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাতবছর কাটিয়ে আজ ছাঁদনাতলায় সেই সায়না-শিল্টনের শুভদৃষ্টি। তবে দিন কয়েক আগেই চলতি আই লিগের জন্য শিল্টন কোচকে বলেছিলেন, বুধবার ম্যাচ খেলে তারপর রাতে বিয়ে সারবেন। তবে কোচের পরামর্শ, জীবনের লম্বা রেশে আপাতত ফোকাস কর।

দশ বছরের বিরতির পর দলে ফিরলেন পাক ব্যাটসম্যান ফাওয়াদ আলম

লাহোর, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : এক দশক পর পাকিস্তানের জাতীয় দলে ফিরলেন ফাওয়াদ আলম। দেশের হয়ে শেষ টেস্ট ম্যাচটি খেলেছিলেন ২০০৯ নভেম্বরে। এরপর দীর্ঘ সময়ের বিরতিতে। অবশেষে ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন টেস্ট সিরিজে পাকিস্তানের ঘোষিত দলে ফিরলেন এই বাঁ-হাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। দশ বছর পর ফাওয়াদের জাতীয় টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া প্রসঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর ধারাবাহিক ভালো ফর্মের কথা উল্লেখ করেন কোচ মিসবা উল-হকও। মিসবার কথায়, 'ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমের মূল্য পেলেন ফাওয়াদ।' একইসঙ্গে পাকিস্তান হেড কোচের কথায়, 'ফাওয়াদের নির্বাচন তরুণ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেই কেবল শিক্ষণীয় নয়, পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটকে মূল্য দেওয়ার বিষয়ে এটা নির্বাচকদের কাছেও বার্তা।' ২০০৯ জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অভিশপ্ত সিরিজে টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ফাওয়াদের। শ্রীলঙ্কার টিম বাসে জঙ্গি হামলার সেই সিরিজে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরিও এসেছিল ফাওয়াদের ব্যাটে। কিন্তু তিন ম্যাচে একটি শতরান ও ৩টি অর্ধশতরান সত্ত্বেও আগামীদিনে ক্রিকেটের লম্বা ফর্ম্যাটে পসার জমাতে পারেননি এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। আগামী ১০ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। ঘোষিত ১৬ সদস্যের স্কোয়াড: আজহার আলি (অধিনায়ক), আবিদ আলি, আসাদ শফিক, বাবর আজম, ফাওয়াদ আলম, হ্যারিস সোহেল, ইমাম উল-হক, ইমরান খান, কাশিফ ভাট্টি, মহম্মদ আব্বাস, মহম্মদ রিজওয়ান, নাসিম শাহ, শাহিন আফ্রিদি, শান মাসুদ, ইয়াসির শাহ ও উসমান শিনওয়ারি।

চোট সারিয়ে ইংল্যান্ড দলে ফিরলেন পেসার জেমস অ্যান্ডারসন

লন্ডন, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ইংল্যান্ডের জাতীয় ক্রিকেট দলে ফিরলেন জেমস অ্যান্ডারসন। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দলে ফিরলেন টেস্ট ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। অ্যান্ডারসন ছাড়াও ১৭ জনের স্কোয়াডে ফিরলেন আরেক পেসার মার্ক উড ও উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান জনি বেয়ারস্টো। গত আগস্টে ডান পায়ের কাফ মাসলে চোট পেয়ে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের শুরুতেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল টেস্ট ক্রিকেটে ৫৭৫ উইকেটের মালিককে। এই চোট গোটা অ্যাশেজে তো বটেই, পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টেস্টের সিরিজ থেকেও মাঠের বাইরে থাকতে হয় অ্যান্ডারসনকে। তবে এবার 'ফিট' সার্টিফিকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক সার্কিটে ফিরলেন ইংরেজ পেসার অ্যান্ডারসন। অ্যান্ডারসন ছাড়াও দলে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে পেসার মার্ক উডের। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের শুরু থেকে তাঁকে পাওয়া যাবে কীনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে প্রথম টেস্ট থেকেই তাঁকে খেলানোর চেষ্টায় মেডিক্যাল টিম। সুতরাং, বাঁ-হাঁটুর চোট সারিয়ে দলে ঢোকা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা উডের। দলে ফিরছেন জনি বেয়ারস্টোও। একনজরে ইংল্যান্ড স্কোয়াড: জো রুট (অধিনায়ক), জেমস অ্যান্ডারসন, জোফ্রা আর্চার, জনি বেয়ারস্টো, স্টুয়ার্ট ব্রড, রোরি বার্নস, জোস বাটলার, জ্যাক ক্রলে, স্যাম কারেন, জো ডেনলি, জ্যাক লিচ, ম্যাট প্যারকিনসন, ওলি পোপ, ডম সিবলে, বেন স্টোকস, ক্রিস ওকস, মার্ক উড।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER (ABRIDGED)
NO. e-10/AGRI/EE/MECH/2019-20

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, Mechanical Division, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Matripalli, Badharghat, Government of Tripura invites separate sealed e-E.O.I. vide D.N.I.E.O.I. No.e-10/AGRI/EE/MECH/2019-20 (both Technical and Financial bid) from Manufacturers or authorized Distributer or authorized Dealer for the state through website https://tripuratenders.gov.in for Empanelment of vendor & Finalization of rate of "Vertical Conveyor Reaper(Model specific)" to facilitate the farmers for procurement under assistance of subsidy schemes, Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura. Cost of Bid Document:- Rs. 1,000/- only (Non-refundable), Earnest Money:- @Rs. 150,000.00/-only, Last date of e-bidding:- 02/01/2019 up to 3.00 PM. For details, please visit the website https://tripuratenders.gov.in or contact with the 0/o. the bid inviting authority Ph. No.:-0381-2374258.

ICA-C/1880/19-20

(B. Debbarma) Executive Engineer (Mech) Department of Agriculture & F.W, Matri Pally,Badharghat

আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায় - নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-03/:-.E/PWD/33M/DiVN/S3M/2019-20.
Date: 05-12-2019

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R18), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agenc:es of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03.01.2020 for the following work:-

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	"Replacement of existing Bailley Bridge by RCC bridge over Betagacherra on the road from Manubazar to Srinagar at ch. 3.50 Km, sanction for implementation of under NABARD(RIDF-XX),Job No. TP/COM/21/2014-15. (3rd Call). DNIT. No-20/CE/PWD(R&B)/ACE(P)/PC/ 2018-19	Rs.1,65,47,050.00	Rs.1,65,470.00	18 (Eighteen) months	up to 15.00 Hrs on 03.01.2020	At 16.00Hrs On 07.01.2020	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Bid(s) shall be opened through online by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (RM), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website httos://triburatenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eeowdsbrn 2015@gmail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA-C/1884/19-20

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায় - নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

Tripura Tourism Development Corporation Ltd.
(A Government of Tripura Undertaking)
Head Office : Swetmahal, Palace Compound, Agartala-799001, Tripura(W)
Contact : (0381) 231-7878/ 232-3893/ 232-5930, Fax -(0381) 230-0496,
Help Line : 0381-2300332 Website : www.tripuratourism.gov.in
Email : tripuratourism09@rediffmail.com No.F.4(223)-TT/Mark/2019/12167071
Dated, Agartala: 11/12/2019

NOTICE

In partial modification of our earlier notice of No.F.4(223)-TT/Mark/2019 dated 24/10/2019 in connection with organization of an open photo & video Competition, the last due date of submission of photo & videos has now been extended to **31st December, 2019**.
All other terms & conditions will remain same.

S/d
Managing Director,
TTDCL.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION **Advt.No. 05/2019**

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to the 01(One) Permanent (ST-01) Post of Financial Controller, Group-A (Gazetted) under the Public Works Department, Government of Tripura in the scale of pay of Rs. 15600-39100/-(revised), PB-4 with Grade pay of Rs. 6600/-, Pay Matrix rs. 64800/- in Cell-1, Level-15(ROP-2018).

Educational and other qualifications :

Essential : Chartered Accountant or its equivalent qualification from a recognized University with a minimum of 4(four) years experience in the Audit & Accounts Branch of any Government Department/Government undertaking/ Public sector Unit.

OR

Master of Business Administration (MBA) or its equivalent qualifiaction from a recognized University with minimum of 2(two) years experience in Audit & Accounts Branch of any Government Department/ Government undertakling/Public sector unit.

Desirable : (i) Experience in Accounting procedure in PWD/ CPWD/CPSU's/State PSUs' etc. in Tally-Software.
(ii) Knowledge in Bengali.

For Further Details please visit : www.tpsc.gov.in.
The commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

বিজ্ঞপ্তি

(ক) প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি (**PM-KISAN**) প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা ও তার নিরসনে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলির গ্রহণ করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কৌশল
১.	নথীভুক্তিকরণ	১. প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস, রাজস্ব আধিকারিক অথবা বিজ্ঞপ্তির 'খ' অংশে উল্লিখিত ও রাজ্য সরকার ঘোষিত স্ব-স্ব ব্লকের নোডাল আধিকারিকের PM-KISAN সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্ক পাসবুক, আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র ও জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথি ও তার প্রত্যয়িত নকল সহ যোগাযোগ করতে হবে। ২. 'কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)'' গুলিকেও কৃষকের নাম নথিভুক্তির জন্য অনুমোদিত করা হয়েছে। প্রত্যাশী কৃষক স্থানীয় কৃষি সহায়কের সাহায্যে ''কমন সার্ভিস সেন্টার CSC'' এর মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করাতে পারেন, সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তি বিবেচনার জন্য ব্লক নোডাল আধিকারিকের কাছে নির্দেশিত ফর্ম জমা করতে হবে।
২.	নাম সংশোধন ও আধার সংযুক্তিকরণ	৩. প্রকল্পে নাম নথিভুক্তিকরণের জন্যে কৃষক নিজেও PM-KISAN Portal 'Farmer's Corner' এর সাহায্য নিতে পারেন এবং নিজের নাম নথিভুক্তি করতে পারেন- সেক্ষেত্রে পরবর্তীপর্যায়ে অন্তর্ভুক্তি বিবেচনার জন্যে ব্লক নোডাল আধিকারিকের কাছে নির্দেশিত ফর্ম জমা করতে হবে। ১. নাম সংশোধন ও আধার সংযুক্তিকরণের জন্যে ব্লক নোডাল আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করুন। অথবা ২. PM-KISAN Portal এর Farmer's Corner এ সংশোধনী সুবিধের প্রয়োগ করতে পারেন। অথবা ৩. ''কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)'' গুলির সাহায্যে নাম সংশোধন করতে পারেন।
৩.	ব্যাঙ্ক পাসবুক নম্বর সংশোধন	এব্যাপারে রাজ্য সরকার ঘোষিত নোডাল আধিকারিক প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। তার সাথে ব্যাঙ্ক পাসবুক ও প্রয়োজনীয় নথি সহ যোগাযোগ করুন।
৪.	প্রকল্পের আওতাধীন অর্থরাশির প্রাপ্তিসংক্রান্ত তথ্য	প্রকল্পের আওতাধীন কৃষক ও তার নামে অনুমোদিত, ও প্রাপ্য অর্থরাশি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য সংগ্রহের জন্যPortal এর Farmer's Corner অথবা ''কমন সার্ভিস সেন্টার (CSC)'' এর সাহায্য নিতে পারেন।

(খ) ব্লক নোডাল আধিকারিকগণের নাম :

জেলা	কৃষি মহকুমা	ব্লক	নোডাল আধিকারিকের নাম
উত্তর ত্রিপুরা	দামছরা	দামছরা	শ্রী রোসিয়ানলিয়ানা ডারলং, এগ্রি অফিসার
	কাঞ্চনপুর	লালজুরি	শ্রী রবি রাঙ্খল, কৃষি সহ অধিকর্তা
		দসধা	শ্রী নিরঞ্জন দাসগুপ্তা, এগ্রি অফিসার
		জম্পুই	শ্রী মৃন্ময় দাস, এগ্রি অফিসার
	কদমতলা	কালাছরা	শ্রী সমিরন দাস, কৃষি সহ অধিকর্তা
		কদমতলা	শ্রী স্বপন সরকার, কৃষি সহ অধিকর্তা
	পানিসাগর	যুবরাজনগর	শ্রী সনদিপ চক্রবর্তী, এগ্রি অফিসার
		পানিসাগর	শ্রী সনদিপ পাল, এগ্রি অফিসার
উনকোটি	গৌরনগর	গৌরনগর	শ্রী বীজন কান্তি শর্মা, এগ্রি অফিসার
		চন্ডীপুর	শ্রী অলক ধর, কৃষি সহ অধিকর্তা
		কুমারঘাট	শ্রী শ্রীনাথ বৈদ্য, কৃষি সহ অধিকর্তা
	কাঞ্চনপুর	পেঁচারতল	শ্রী বিপ্রজিৎ বরুয়া, এগ্রি অফিসার
ধলাই	আমবাসা	আমবাসা	শ্রীমতি জয়া প্রভা দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
		গঙ্গানগর	শ্রী বলেন্দ্র দেববর্মা, সহ অধিকর্তা কৃষি
	গন্ডাছড়া	ডম্বুরনগর	
		রৈস্যাবাড়ি	শ্রী শ্রীকান্ত নাথ, এগ্রি অফিসার
	দুর্গাচৌমুহনী	দুর্গাচৌমুহনী	শ্রী সত্যরঞ্জন দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
	সালেমা	সালেমা	শ্রী অভিজিৎ দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
	ছামনু	মনু	শ্রী দীব্যেন্দু চাকমা, এগ্রি অফিসার
		ছামনু	শ্রী জ্যোতিরময় চাকমা, এগ্রি অফিসার
খোয়াই	খোয়াই	খোয়াই	শ্রী দীবাকর চৌধুরী, এগ্রি অফিসার
	পদ্মবিল	পদ্মবিল	শ্রী বিকাশ মল্লিক, এগ্রি অফিসার
	তুলাশিখর	তুলাশিখর	শ্রী অর্পণ দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
	কল্যাণপুর	কল্যাণপুর	শ্রী রবি সরকার, এগ্রি অফিসার
	তেলিয়ামুড়া	তেলিয়ামুড়া	শ্রী সুব্রত চৌধুরী, এগ্রি অফিসার
		মুঙ্গিয়াকামী	শ্রী রাজিব দে, সহ অধিকর্তা কৃষি
পশ্চিম ত্রিপুরা	মান্দাই	মান্দাই	শ্রী মনীষ দাস, সহ অধিকর্তা কৃষি
	জিরানিয়া	জিরানিয়া	শ্রী নিলাদ্রী শেখর দাস, এগ্রি অফিসার
		বেলবাড়ি	শ্রী গৌতম দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
		পুরোনো আগরতলা	শ্রীমতি সুরঙ্গা সরকার, এগ্রি অফিসার
	হেজামারা	হেজামারা	শ্রীমতি নিরুপমা দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
	মোহনপুর	মোহনপুর	শ্রী বিশ্বজিৎ দাস, সহ অধিকর্তা কৃষি
		বামুটিয়া	শ্রী সৌমিত্র দে, এগ্রি অফিসার
		লেফুঙ্গা	শ্রী রাজু রবি দাস, এগ্রি অফিসার
	ডুকলি	ডুকলি	শ্রী হিমানিশ লস্কর, এগ্রি অফিসার
সিপাহিজলা	বিশালগড়	বিশালগড়	শ্রী দেবব্রত পাল, এগ্রি অফিসার
		চড়িলাম	শ্রী প্রদ্যুত কুমার দে, এগ্রি অফিসার
	জম্পুইজলা	জম্পুইজলা	শ্রী অরিন মজুমদার, এগ্রি অফিসার
	মোহনভোগ	মোহনভোগ	শ্রী দেবব্রত মজুমদার, এগ্রি অফিসার
		নলছর	শ্রী রাফিকুল ইসলাম, এগ্রি অফিসার
	বক্সনগর	বক্সনগর	শ্রী পিনাকী সঙ্কর দে, এগ্রি অফিসার
	কাঁঠালিয়া	কাঁঠালিয়া	শ্রী রাজীব রঞ্জন চক্রবর্তী, এগ্রি অফিসার
	মাতাবাড়ি	মাতাবাড়ি	শ্রী প্রিয়ব্রত বৈদ্য, সহ অধিকর্তা কৃষি
গোমতী		টেপানিয়া	শ্রী পুলক গন, সহ অধিকর্তা কৃষি
	কাকড়াবন	কাকড়াবন	শ্রী অলক পাল, সহ অধিকর্তা কৃষি
	কিল্লা	কিল্লা	শ্রী কৌশিক রায়, এগ্রি অফিসার
	অম্পি	অম্পি	শ্রী আর.এইচ., ডারলং, এগ্রি অফিসার
	অমরপুর	অমরপুর	শ্রী তুষার কান্তি দাস, এগ্রি অফিসার
	করবুক	করবুক	শ্রী নসিরাম উচাই, এগ্রি অফিসার
		শিলাছড়ি	শ্রী ডিকেন ত্রিপুরা, এগ্রি অফিসার
দক্ষিণ ত্রিপুরা	বগাফা	বগাফা	শ্রী সান্তনু মজুমদার, এগ্রি অফিসার
		জুলাইবাড়ি	শ্রী অসীম দেববর্মা, এগ্রি অফিসার
	ঋষ্যমুখ	ঋষ্যমুখ	শ্রী টিঙ্কু দাস, সহ অধিকর্তা কৃষি
	রাজনগর	রাজনগর	শ্রী শ্রীদাস দাস, এগ্রি অফিসার
		বি.সি. নগর	শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস, এগ্রি অফিসার
	সাঁতচান্দ	সাঁতচান্দ	শ্রী মনীষ কুমার রায়, এগ্রি অফিসার
		পোয়াঙ্গবাড়ি	শ্রী মনোহর দাস, এগ্রি অফিসার
	রূপাইছড়ি	রূপাইছড়ি	শ্রী দিগন্তর চাকমা, এগ্রি অফিসার

ICA/D-1386/2019-20

(ডঃ দেবপ্রসাদ সরকার)
অধিকর্তা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিনচিট দিল নানাবতী কমিশন

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোধরা কাণ্ডে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ক্লিনচিট দিল নানাবতী কমিশন। ২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী গুজরাট দাঙ্গায় মোদীকে ক্লিনচিট দেওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ বুধবার গুজরাট বিধানসভায় পেশ হয় কমিশনের রিপোর্ট। ২০০২ সালে গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার তদন্তে গঠিত নানাবতী কমিশন। সেই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, দাঙ্গায় কোনও হাত ছিল না গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। তবে বেশ কিছু পুলিশ অফিসার যে দাঙ্গার সময় 'নিষ্ক্রিয়' ছিলেন সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের সুপারিশও করেছে কমিশন। গোধরা কাণ্ডের প্রায় ১৭ বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দাঙ্গার সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয় বলে ক্লিনচিটে উল্লেখ করেছে বিচারপতি জি.টি নানাবতী এবং অক্ষয় মেহতার কমিশন। এর আগে ২০১৪ সালের ১৮ নভেম্বর গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেনের হাতে গোধরা কাণ্ডের চূড়ান্ত রিপোর্ট তুলে দেয় নানাবতী কমিশন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এই রিপোর্ট জমা দেয় কমিশন। ওই বছর নির্ধারিত সময়ে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন বিচারপতি জি টি নানাবতী। পুরো রিপোর্ট তৈরি করতে মোট ২৪ বার সময়সীমা বাড়িয়েছিল কমিশন। রাজ্য সরকার রিপোর্টের চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়েছিল ২০১৪ সালের ৩১ অক্টোবর। কিন্তু সেই সময়ও পেরিয়ে যায়। পরে সুপ্রিম কোর্ট মামলার তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালতকে এই মামলার রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেয়। অবশেষে এ দিন সেই রিপোর্ট জমা দেয় কমিশন। ২০০২ সালে গোধরায় ট্রেনে আগ্নিকাণ্ডে ৫৯ করসেবকের মৃত্যু হয়েছিল। তার পর থেকে গুজরাটের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় তিন দিন ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছিলেন প্রায় ১০০০ জন। যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের। দাঙ্গায় তৎকালীন গুজরাট সরকার এবং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে পরোক্ষ উস্কানি দেওয়া এবং নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সেই সব অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে দাঙ্গার তদন্তে গঠিত নানাবতী কমিশন। অর্থাৎ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বা নিয়ন্ত্রণে গড়িমসির কোনও অভিযোগের প্রমাণই খুঁজে পায়নি কমিশন।

সিএবি নিয়ে আনন্দ শর্মার নিন্দায় সরব নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) নিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আনন্দ শর্মার বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হলেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় সিএবি পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই বিলের বিরোধিতা করে আনন্দ শর্মা জানিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর উপর আঘাত হানা হয়েছে। দেশের সাধারণতন্ত্রকে অমর্যাদা করা হয়েছে। ভারতের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। সংবিধান এবং গণতন্ত্রের পরিপন্থী এই বিল।

নৈতিকতার দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে এই বিল। দেশজুড়ে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। এরপরে পাল্টা আনন্দ শর্মাকে কটাক্ষ করে জগতপ্রকাশ নাড্ডা জানিয়েছেন, কোনও আইনজীবী যখন যুক্তি হারিয়ে ফেলে তখন বাহুল্য তথ্য তুলে ধরে প্রসঙ্গের বাইরে গিয়ে কথা বলতে থাকে।

বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে যে সকল সংখ্যালঘুদের নিপীড়ন করা হচ্ছে তাদের জন্য এই বিল। ২০০৩ সালে দেশের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি সঙ্গে দেখা করেন ড় মনমোহন সিং বাংলাদেশে নির্যাতিত হওয়া সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নাগরিকত্ব আইন শিথিলতার কথা বলে ছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যসভায় এই বিলের বিরোধিতা করে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি।

বুধবার আগরতলায় এনএসএস এর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি মঞ্চে রাজ্যপাল রমেশ বাইশ ও ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। সংখ্যালঘুদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোকেন প্রকল্পে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ বুধবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়াম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা ও শিক্ষাধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হল সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীনে রাজ্যে ৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি মাধ্যমিক স্তরের এবং তিনটি উচ্চমাধ্যমিক স্তরের। কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাসা গুলির উন্নয়নে স্পোকেম প্রকল্পে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে বুধবার রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রতিটি মাদ্রাসাকে একটি করে কম্পিউটার এবং ১০ হাজার টাকা করে বই প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যে বর্তমান সরকার অধিষ্ঠীত হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাম সরকারের আমলে মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রিমেট্রিক স্কলারশীপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। নতুন সরকার অধিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী।

বন্ধ মোকাবিলায় রাজ্য সরকারকে গুচ্ছ প্রস্তাব বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে বন্ধকে কেন্দ্র করে অস্থির পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের গুচ্ছ প্রস্তাব দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তার কথায়, ধর্মীয় মেরুকরণ ও সমাজে বিভাজন সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে আনীত সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল প্রথম থেকেই আমরা বিরোধীতা করছি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক আহুত ২৯শে নভেম্বরের সভায় আমন্ত্রীত হয়ে উপস্থিত থাকতে না পারলেও সাথে সাথেই লিখিতভাবে এই সংশোধনীর বিরোধীতার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এবং এই সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করে নেবার জন্যেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছি।

তিনি বলেন, এই বিল নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, সংগঠন এবং ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার আছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করার অধিকারও রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল উল্লেখিত বিলটির বিরোধীতা করে নানা ধরনের কর্মসূচি সংগঠিত করে চলেছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বন্ধ এবং ত্রিপুরা বন্ধের কর্মসূচি রয়েছে। কোন একটি যুক্তমঞ্চের তরফ থেকে লাগাতর বা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ত্রিপুরা বন্ধেও ডাকও রয়েছে।

তিনি বলেন, অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গত ৯ ডিসেম্বর থেকে বন্ধকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্প্রীতি বিনষ্টের লক্ষ্যে উস্কানীমূলক ঘটনা সংগঠিত করা হচ্ছে। বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটেছে, ভাংচুর, লুণ্ঠন, জখম এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। আক্রমণের মুখে কিছু এলাকায় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি বিঘ্নের কারণে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, এই অবস্থা কোনওভাবেই কাম্য নয়। দ্রুত এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে দলমত নির্বিশেষে শান্তি ও সম্প্রীতিকামী শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সকল ত্রিপুরাবাসীকে এগিয়ে আসবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

কংগ্রেসের ডাকা বন্ধ ব্যর্থ করতে ডাক আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ।। কতিপয় রাজনৈতিক দল কর্তৃক ক্যাব বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, দোকানপাট ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, লুটপাটের পর সংঘ বদ্ধভাবে আক্রমণ করে মারাত্মকভাবে রক্তাক্ত জখম করার পর শয়ে শয়ে পরিবার যখন নতুন করে বাস্তুহারা হয়ে ভয়ে আতংকে দিশেহারা ও গোটা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে নির্যাতিত পরিবারের তথা রাজ্যবাসীর পাসে না দাঁড়িয়ে কংগ্রেস দল যে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যে ২৪ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে তা নুতন করে রাজ্যবাসীর দুর্ভোগকেই বাড়িয়ে তুলবে মাত্র। আমরা বাঙালী ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর দুর্ভোগকেই বাড়িয়ে তুলবে মাত্র। আমরা বাঙালি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কংগ্রেসের এ ধরনের বন্ধ ডাকার হটকারী সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধী। আমরা বাঙালি মনে করে কংগ্রেসের ডাকা বন্ধের সঙ্গে রাজ্যবাসীর কোন স্বার্থ জড়িত নেই। বরং তা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতেকই শক্ত করবে। এবং তা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতকেই শক্ত করবে। এবং তা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির শামিল। শুধু তাই নয়। এ রাজ্যের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, অধিকার রক্ষার কথা চিন্তা না করে শুধউ দলগত বা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে যে কংগ্রেস এই বন্ধ ডেকেছে তা তাদের অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপেই প্রমাণিত। কারণ জামি ফেরত আইন, ষষ্ঠ তপশীল টিপল ভি চুক্তির মত স্বার্থ বিরোধী সমস্ত আইনের জনক কংগরেস আর মদতদাতা সিপিএম। এমতাবস্থায় রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন কংগ্রেসের ডাকা রাজ্যের স্বার্থ বিরোধী আত্মঘাতী বন্ধ প্রত্যাহার করে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা তথা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

সিএবি অসাংবিধানিক ক্ষমতার লোভেই আপোস করেছেন নীতীশ তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-এর প্রতিবাদে ফের সুর চড়ালেন রাষ্ট্রীয় জতা দল (আরজেডি)-এর নেতা তেজস্বী যাদবউ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে সমর্থন করায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ফের আক্রমণ করলেন লালু-পুত্র তেজস্বীউ তেজস্বীর কথায়, 'ক্ষমতার লোভেই সমঝোতা করেছেন নীতীশ কুমারউ' নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র প্রতিবাদে বুধবার সকালে বিহারের রাজধানী পাটনায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রদর্শন করে আরজেডিউ

এদিন সিএবি এবং এনআরসি-র তীব্র বিরোধিতা করে তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল অসাংবিধানিকউ ভারতীয় সংবিধানে ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কিন মুলুকে ফের বন্দুকবাজের হামলা, নিউ জার্সিতে পুলিশ অফিসার-সহ মৃত্যু ৬ জনের

নিউ জার্সি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): মার্কিন মুলুকে ফের বন্দুকবাজের হামলা! এবার আমেরিকার নিউ জার্সির জার্সি শহরে বন্দুকবাজদের গুলিতে প্রাণ হারালেন পুলিশ অফিসার-সহ ৪ জন। সুরক্ষা বাহিনীর পাল্টা হামলায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন আততায়ীর। নিহত পুলিশ অফিসারের নাম হল-ডিটেক্টিভ জোসেফ সিলস (৪০)। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন আরও দু'জন পুলিশ কর্মী। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, একটি খুনের মামলার তদন্তের সময় জার্সি শহরের বে ভিউ সেমেটেরিতে ডিটেক্টিভ জোসেফ সিলসকে প্রথমে গুলি করে হত্যা করে সন্দেহভাজন বন্দুকবাজ।

এরপর ট্রাকে চেপে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে আততায়ীরা। কোশের সুপারমার্কেটে ট্রাক থামিয়ে পুলিশ অফিসার এবং সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে বন্দুকবাজরা। জার্সি সিটি পুলিশ প্রধান মাইকেল কেলি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর তখন ১২.৩০ মিনিট হবে, জার্সি শহরের কোশের মার্কেটে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে দু'জন বন্দুকবাজ। আততায়ীদের গুলিতে প্রাণ হারান মার্কেটে উপস্থিত ৩ জন সাধারণ মানুষ। এরপর সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকবাজদের গুলির লড়াই শুরু হয়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলতে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে দু'জন আততায়ীও। এই হামলাকে "ভয়ঙ্কর" আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আফগানিস্তানে বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে বিস্ফোরণ-গুলির লড়াই, হতাহতের খবর নেই

কাবুল, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানউ বুধবার সকালে (স্থানীয় সময়) আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় বাগরাম জেলায়, বাগরাম বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে জোরালো শব্দে বিস্ফোরণ হয়উ বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দও শোনা যায়উ তবে, এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ প্রাদেশিক গভর্নরের মুখপাত্র ওয়াহিদা শাহকার জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ছ'টা নাগাদ ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় পেশ নাগরিকত্ব বিল, ভারতীয় মুসলিমদের অভয় অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): লোকসভায় অনায়াসেই পাশ হয়ে গিয়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)উ এবার অগ্নি পরীক্ষায় রাজ্যসভায়উ বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ এদিন রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছেউ তাঁদের হয়তো খুন করা হয়েছে অথবা ভয়ে ভারতে এসে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ভারতীয় মুসলিম বিরোধী বলে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছেউ আমি জানতে চাই এই বিল কীভাবে ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কিত? তাঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং সর্বদা ভারতীয় নাগরিকই থাকবেন, তাঁদের প্রতি কোনও বৈষম্য নয়।

ভারতীয় মুসলিমদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বিল নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই ভারতীয় মুসলিমদেরউ আপনাদের কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেও, ভয় পাবেন নাউ সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা পাবেন

হিন্দু-মুসলিম বিভেদ তৈরি করার উচিত নয়, সিএবি নিয়ে সরব সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) নিয়ে বিজেপির চিন্তা বাড়াচ্ছে শিবসেনাউ এবার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সরব হলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতউ বুধবার সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'হিন্দু-মুসলিম বিভেদ তৈরি করা মোটেও উচিত নয়উ' সঞ্জয় রাউত আরও জানিয়েছেন, 'শ্রীলঙ্কার তামিল হিন্দুদের জন্য কিছুই নেই এই বিলেউ' বুধবার সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'ভোট-ব্যাঙ্কের রাজনীতি খেলা উচিত নয়, এটি মোটেও সঠিক নয়উ ফের হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা করবেন নাউ তাছাড়াও শ্রীলঙ্কার তামিল হিন্দুদের জন্য কিছুই নেই এই বিলে।

যদিও, ভারতীয় মুসলিমদের অভয় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহউ বুধবার রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ভারতীয় মুসলিম বিরোধী বলে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছেউ আমি জানতে চাই এই বিল কীভাবে ভারতীয় মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কিত? তাঁরা ভারতীয় নাগরিক এবং সর্বদা ভারতীয় নাগরিকই থাকবেন, তাঁদের প্রতি কোনও বৈষম্য নয়উ' ভারতীয় মুসলিমদের আশ্বস্ত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'এই বিল নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই ভারতীয় মুসলিমদেরউ আপনাদের কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেও, ভয় পাবেন নাউ সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, সংখ্যালঘুরা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা পাবেন।

সিএবির কোনও সুবিধা পাবে না রোহিঙ্গারা, দাবি অমিতের

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি) থেকে কোনও সুবিধা পাবে না রোহিঙ্গারা। রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে এমনই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এদিন রাতে রাজ্যসভায় জবাবি ভাষণে অমিত শাহ জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা প্রথমে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছে। তারপর ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। ভারতে সরাসরি রোহিঙ্গারা আসেনি। ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করতেই এই বিলের পেশ করা হয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা অমুসলমান সম্মানজনক জীবন দিতে এই বিলের পেশ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে এই বিল কোনও ভাবেই সংবিধানে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করছে না।

উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভায় ৩১১ ভোট ইতিমধ্যে পাশ হয়েছে এই বিল।

ঝাড়খণ্ডে তৃতীয় দফার ভোট ১২ ডিসেম্বর, ভাগ্যপরীক্ষা ৩০৯ জন প্রার্থীর

রাঁচি, ১১ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোট-পর্ব ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বিজেপি-শাসিত ঝাড়খণ্ডে তৃতীয় দফার ভোট। তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে ঝাড়খণ্ডের ছ'টি জেলার ১৭টি বিধানসভা আসনে, ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৩২ জন মহিলা-সহ ৩০৯ জন প্রার্থীর। ৩০৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৫৬.১৮ লক্ষ ভোটার। তৃতীয় দফায় ঝাড়খণ্ডের মোট ১৭টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যথাক্রমে-কোডারমা, বার্হি, বারকাগাঁও, মাণ্ডু, হাজারীবাগ, সিমারিয়া, ধানওয়ার, গোমিয়া, বেরমো, ইছাগড়, সিল্লি, খিজরি, রাঁচি, হাতিয়া, কাঙ্কে, বারকাথা এবং রামগড়। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, রাঁচি, হাতিয়া, কাঙ্কে, বারকাথা এবং রামগড় বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। বাকি আসনগুলিতে ভোট-পর্ব চলবে সকাল সাতটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত। তৃতীয় দফায় হেভিওয়েট প্রার্থীরা হলেন-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (প্রজাতান্ত্রিক)-র সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি, ঝাড়খণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী নীরা যাদব, নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সি পি সিং, অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্টস উইনিয়নের সভাপতি সুদেশ মাহাতো প্রমুখ।

১২ ডিসেম্বর, তৃতীয় দফার ভোট-পর্ব শেষ হলে বাকি থাকবে আরও দু'দফা। চতুর্থ দফায় অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যের ১৫ আসনে ভোট হবে। পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দফায় ভোট হবে ১৯ ডিসেম্বর, রাজ্যের ১৬টি আসনে। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বর।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।